হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

আমেরিকায় টিনটিন

আনন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

আমেরিকায় টিনটিন

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড

আমেরিকায় টিনটিন

শিকাগো, ১৯৩১ । শহর তখন গুণ্ডাসর্দারদের দখলে…

শোনো…দুঁদে রিপোর্টার টিনটিন আমাদের উৎখাত করতে আসছে । কঙ্গোতে আমার হিরের চোরাকারবার ধ্বংস করে সঙ্গীদের ও জেলে পুরেছিল । অতএব ও যেন এখানে একদিনও টিকতে না পারে…বুঝেছ ?

কুট্টুস, আমরা শিকাগোতে পৌঁছে গিয়েছি !

সোজা হোটেলে যাব ।
সাবধান, শিকাগো ! আমরা এসে পড়েছি !

অসবোর্ন হোটেলে চলো…

বসুন !

দড়াম

?
জানলা বন্ধ !…বুদ্ধুটা সোজা ফাঁদে ঢুকে পড়েছে !

আরে ! ওর মতলবটা কী ? আমরা ওখানে বন্দী ! ...খড়খড়ি ইস্পাতের !
মুশকিলে পড়লাম !
আমিও কামড়ে ওগুলি ছিঁড়তে পারব না !

দুম

টায়ার ফেঁসেছে ! আর সময় পেল না !

লেগে পড়, লেগে পড় ! সময় নেই...

যাক, ঠিক হয়ে গেছে...সময়মতো পৌঁছে যাব...

তোমার যাত্রা শুভ হোক ! ভাগ্যিস যন্ত্রটি সঙ্গে এনেছিলাম...যখন দেখবে আমি জানলা কেটে পালিয়েছি, ওর মাথায় আকাশ ভাঙবে !

মোটরগাড়ির দেশে এসেও আমাকে দশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হবে !

ভাগ্য ভাল ! টহলদার পুলিশ আসছে !

এক্ষুনি যে-গাড়িটা চলে গেল, ওটাকে ধরে ওর ড্রাইভারকে গ্রেফতার করতে পারবেন ? ও আমাকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল !
?

কুট্টুস, শান্ত হয়ে থাক । ভয় নেই...

এদিক দিয়ে গেলে আমরা তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলতে পারব !

ওটাই কি সেই গাড়ি ?
হ্যাঁ, এই সেই লোকটা !

থামো !

হাত তোলো !

তুমি আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলে ! কেন, জানতে পারি ?

ওরা আমাকে ৫০০ ডলার দেবে কথা দিয়েছিল··· বলেছিল, তোমাকে ট্যাকসিতে তুলে জানলা বন্ধ করে একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দিলে···

কোন জায়গায় ?

তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবার কথা ছিল ? ঠিক আছে, আমি সব খুলে বলছি···

?

আরে ! বুমেরাং !

ধন্যবাদ !

ও আমাদের বাইক নিয়ে পালাচ্ছে !
বিদায়, গবেটের দল !

জলদি, সবাই গাড়িতে উঠুন ! ওর পিছনে ছুটুন !

এই নাও আমার পিস্তল···
ধন্যবাদ···

আমরা শহরে ঢুকতে যাচ্ছি···ওকে চোখের আড়াল করবেন না···

বচু যদি ওর গাড়ি নিয়ে আমার খোঁজে না আসে তা হলে আমি মরেছি !

ঠিক আছে, ওকে বেরিয়ে যেতে দাও !
বেঁচে গিয়েছি !

একটা পুলিশের গাড়িকে পাশ থেকে অন্য একটা গাড়ি ধাক্কা মেরেছে···
কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড মশাই,
ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা !

ঢং ঢং ঢং

উহ্‌ ! বেচারা ছেলেটা···
দেখতে এত বাচ্চা···

ঢং ঢং ঢং

কয়েকদিন বাদে···
হাসপা
আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরে খুশি। আরও খারাপ কিছু ঘটতে পারত···
অবশেষে খোলা হাওয়া! এর মধ্যেই অনেক সুস্থ লাগছে !

ভিড়ভাট্টার সময় !
শিকাগোতে রাস্তা পার হতে চাইলে কুকুররা কী করে ?

?
?

ঝপ

?

আমাকে কেউ লক্ষ করেনি···

এই হল বিত্তান্ত···বসকে খবরটা দেবে কি ?

খোকা, নড়লেই গুলি করব । চুপ করে থাকো···বস আসছেন···
ক-কী হয়েছিল ?

তা হলে এই সেই বিখ্যাত সাংবাদিক !··· একটা পুঁচকে ছোঁড়া, মাথায় বড় কাজের কল্পনা, যেমন, আমার সঙ্গে লড়াই, আমি আল কাপোন, শিকাগোর বাদশা !

একটা ভাল কাজ করেছ । এই নাও তোমার পারিশ্রমিক ।
ধন্যবাদ, বস ।

আর এটা তোমার । এবার ছোকরাটাকে হাপিস করে দাও ! একেবারে !
জো হুকুম, বস ।

ওকে ধোঁকা দেবার উপায় নেই... এবার আমি মরেছি !
জলদি. নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই !
এক...
দুই...
তিন ! !
ধন্যবাদ, কুট্টুস ! তুই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিস... আরও একবার !
দেখলে তো ? মাথায় মেরে কেমন বেহুঁশ করে ফেলে দিলাম !
রোসো, এবার দেখতে হবে এখানে কাণ্ডটা কী হচ্ছে... হয়তো গলাকাটাদের গোটা দলটাকেই ধরবার কোনও উপায় হবে...
আমি পুলিশকে খবর দিতে গেলে কেমন হয় ?
আ-মার মাথায় কী করে চোট লাগল ?
আমার হুঁশ ফিরে এসেছে... হ্যাঁ, ভুল নেই... যেমন ভুল নেই আমার নাম পিয়েত্রো !
আমার পিস্তলটা গেছে, তবে অস্ত্র হিসেবে এটাও মন্দ নয়...
ওরা কী বলছে ?
তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ ?

?

আরে !··· সত্যিকারের খুদে শয়তান···
ও বসকে ধরাশায়ী করেছে, পিয়েত্রোকেও !

যাক, ও চলে গেছে !··· ও ফিরে
আসবার আগে বাকি দুটোর ব্যবস্থা
করে ফেলতে হবে···

হুপ ! একটাকে পেয়েছি···

···এবার অন্যটাকেও···দুটোকেই আচ্ছা করে
বেঁধেছি··· তৃতীয়টাও এক্ষুনি আসবে···ওই যে
শব্দ পাচ্ছি···ও ফিরে আসছে···

ও কোথায় লুকোতে পারে ?
টিনটিন,
সাবধান !
ও আসছে···

তিন নম্বরও কাত । এবার পুলিশ ডাকতে হবে···
কিস্তি
মাত !

অফিসার, জলদি আসুন । আমি
আল কাপোন আর তার দুটো
শাগরেদকে ধরেছি !
?

সার্জেন্ট ?···একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিন ।
একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি···ওর
ধারণা ও আল কাপোন
আর তার দুটো
গুণ্ডাকে ধরেছে !
পুলিশ

টহলদার গাড়ির কী হল ? এতক্ষণ পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল...
কেন...ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কেন ?
পুলিশ
অফিসার শুনুন, ব্যাপারটা কী ? আপনাকে বলছি আমি আল কাপোনকে ধরেছি...
ফের ? !
!
আর-একটা পুলিশ ! আমি ফাঁদে পড়েছি !
ওকে ধরো, টম ! ধরো ওকে !
বেঁচেছি !
উঃ ! ভাগ্য ভাল ! ওদের হাত থেকে পালাতে পেরেছি !
তখন কুট্টুসকে খুঁজে পাই কী করে ? ওকে যে-বাড়িতে ফেলে এসেছিলাম সেখানে ফিরে যাই কী করে ?...
আরে...ওই তো কুট্টুস !
ভৌ ! ভৌ !
ও এখানে এল কী করে ?
উহ্‌ ! আমি তেষ্টায় মরে যাচ্ছি ! আগে আমাকে গলা ভেজাতে দাও, কী হয়েছিল তা পরে বলা যাবে...
তাজ্জব ব্যাপার !
ঠাণ্ডা মিঠা

টিনটিন,
শেষবারের মতো সতর্ক করে দিচ্ছি।
সকাল সাড়ে এগারোটায় নিউ ইয়র্ক যাবার একটা ট্রেন আছে। ওটা ধরবে। তারপরে জাহাজে ইউরেকা। কাল দুপুরের মধ্যেই শিকাগো না ছাড়লে তোমার জীবনের দাম কানা কড়িও থাকছে না...

?

ব্যাপারটা কী হল ?

শ্‌শ্‌ ! ঘাবড়াস না, কুট্টুস । তুই এখানে থাক
আমি একটুখানি চমকে দেবার ব্যবস্থা করছি ·
?

ও দেখা দিচ্ছে না কেন ?

?
আমি হাজির ! হাত তুলে দাঁড়াও !

হ্যালো···! রিসেপশান ? টিনটিন বলছি···
আমার এখানে এক্ষুনি পুলিশ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন ! !

ভেতরে আসুন !

দারুণ কাজ করেছেন, মিঃ টিনটিন ! ভয়ঙ্কর এক অপরাধীকে ধরেছেন ! দয়া করে আমাদের সঙ্গে থানায় আসবেন ? ... শুধু সাধারণ কিছু নিয়মমাফিক কাজ ...
সানন্দে ।

আমার সঙ্গে আসুন, মিঃ টিনটিন । চিফ আপনার অপেক্ষায় আছেন ...

সব-কিছুই সন্দেহজনক মনে হচ্ছে ... ভাগ্যিস তৈরি হয়ে এসেছিলাম, সঙ্গে পিস্তলও এনেছি ...

সোজা ভিতরে চলে যান ...
পুলিশ

দু·স·শি ... দুর্বৃত্ত সঙ্ঘ শিকাগো
দু·স·শি
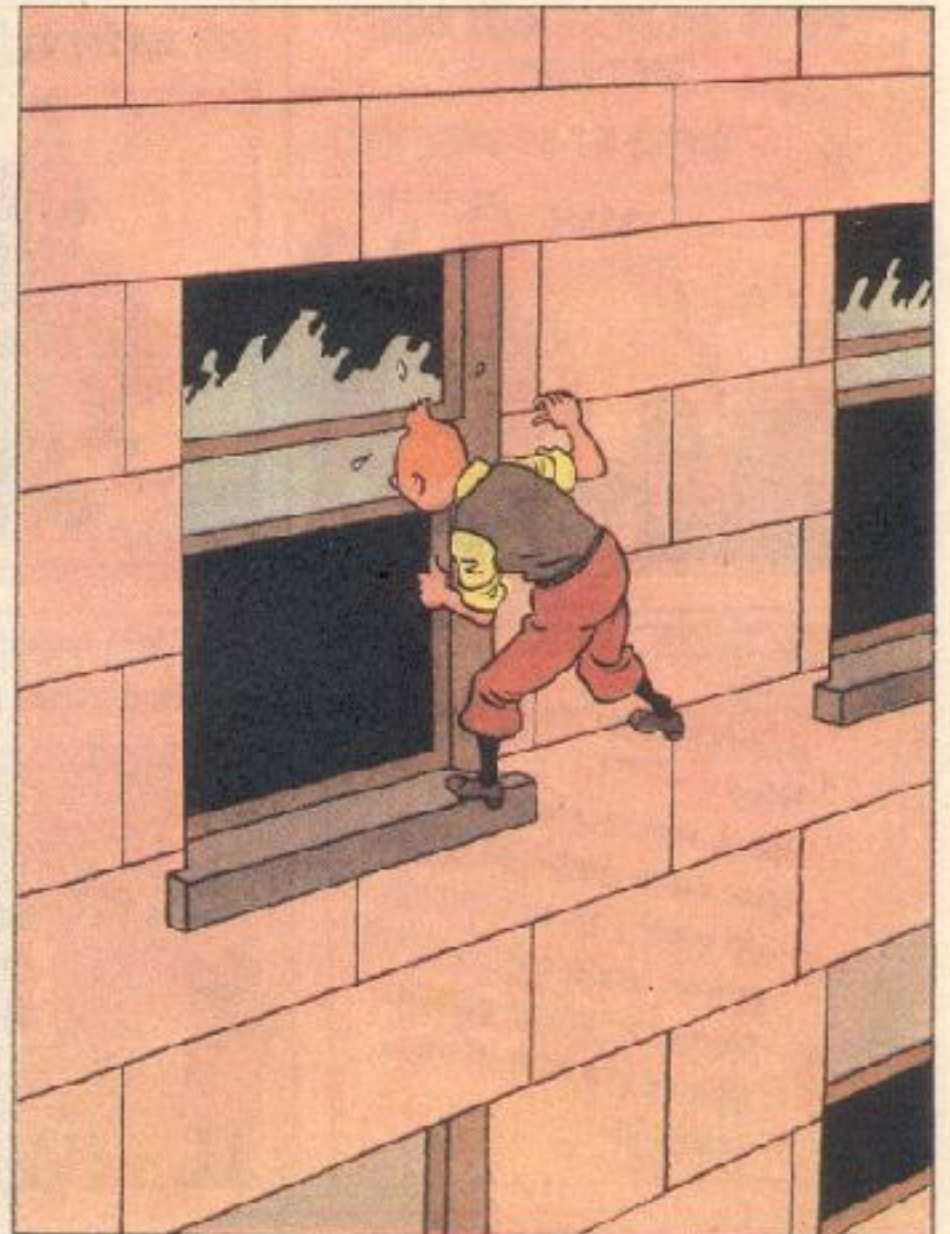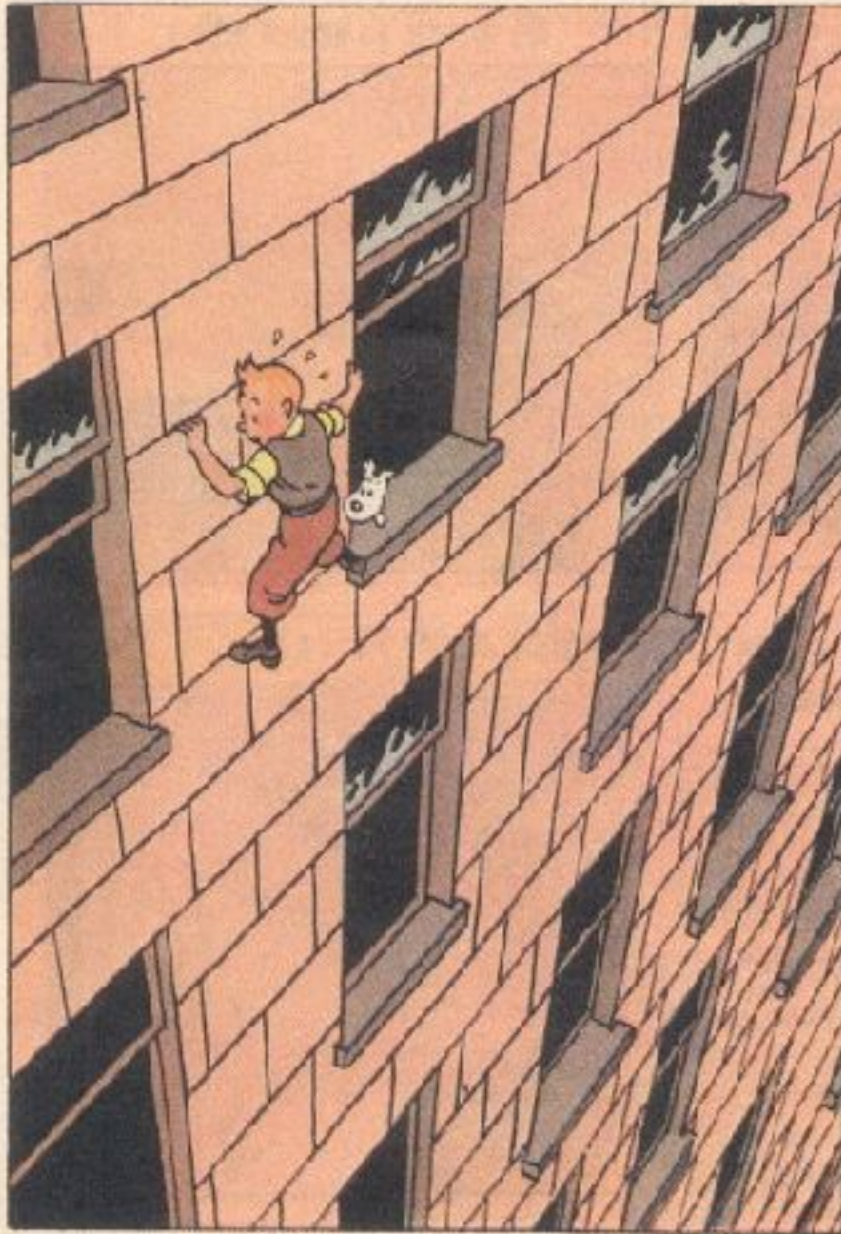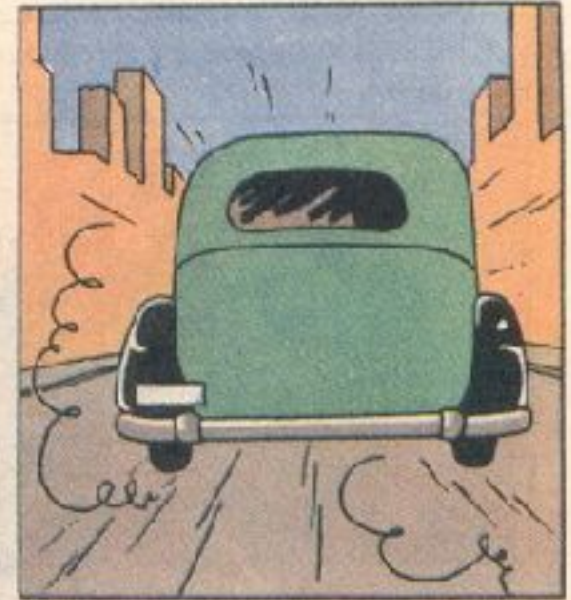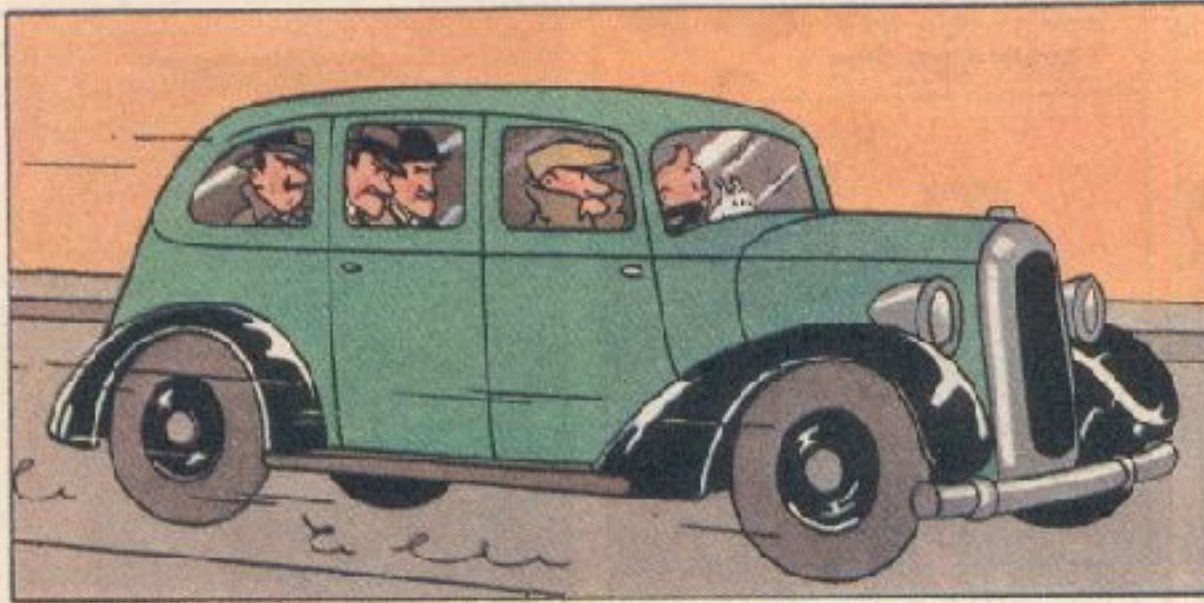
আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় খুশি হলাম, মিঃ টিনটিন । দয়া করে বসুন...সিগার চলবে ?...না ?...তা হলে সরাসরি কাজের কথায় আসি...

আমি ববি স্মাইলস । আল কাপোনের সঙ্গে যাদের ঝগড়া তাদের নেতা । আল কাপোনকে সরাতে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে আপনাকে মাসে ২,০০০ ডলার মাইনে দেব । কাজটা আপনি নিজে সারলে ২০০০০ ডলার বোনাস । রাজি ? চুক্তিপত্র সই করুন ।
?

হাত তোলো, বদমাশ !...আর এই কাগজটা আমি রাখছি...মনে রেখো, আমি এখানে এসেছি শিকাগোকে পরিচ্ছন্ন করতে, বদমাশদের হুকুম তালিম করতে নয় !

অতএব তোমাকে গ্রেফতার করে শুরু করছি ।
আচ্ছা ?...তাই নাকি ?

চমৎকার ছোট্ট একটা বোতাম...ঠিক আমার পায়ের নীচে !

আমি ধোঁকা খেয়েছি...এবং ফাঁদে পড়েছি...উহ্ ! ধোঁয়া !... অদ্ভুত গন্ধ... ঠিক যেন...

বাঁচাও ! গ্যাস !...ওরা আমাকে খুন করতে চায়... আমার রুমাল কোথায় !

কাজ হচ্ছে না !...আমি মরেছি !...দম বন্ধ হয়ে আসছে...আমার ফুসফুস জ্বলে যাচ্ছে...

নিক, ওই যে, ওখানে রয়েছে !...গ্যাসটা চমৎকার কাজ করেছে ! অজ্ঞান হয়ে গেছে !

এক্ষুনি জলের ধারে নিয়ে যাও ! মিশিগান হ্রদে ফেলে দাও !

নিক, এখানে কেউ নেই । ওকে নিয়ে এসো !

চ্যাংদোলা করে ফেলে দাও !
এক…দুই…

তিন !

ওকে নিয়ে আর চিন্তা নেই। চলো, যাওয়া যাক !

আলকাট্রাজ ! যেখান থেকে এলে সেখানে ফিরে যাও। ভুল গ্যাস ব্যবহার করেছ। ওকে ঘুমের গ্যাস দিয়েছ… ঠাণ্ডা জলে ওর ঘুম ভেঙে যাবে। যাও, ওকে শেষ করে এসো !

ওকে দেখতে পেলে যেন ভুল না হয়, বুঝেছ ?
চিন্তা নেই !

স্যাঙাতরা ঝাঁপ দাও !
?
?
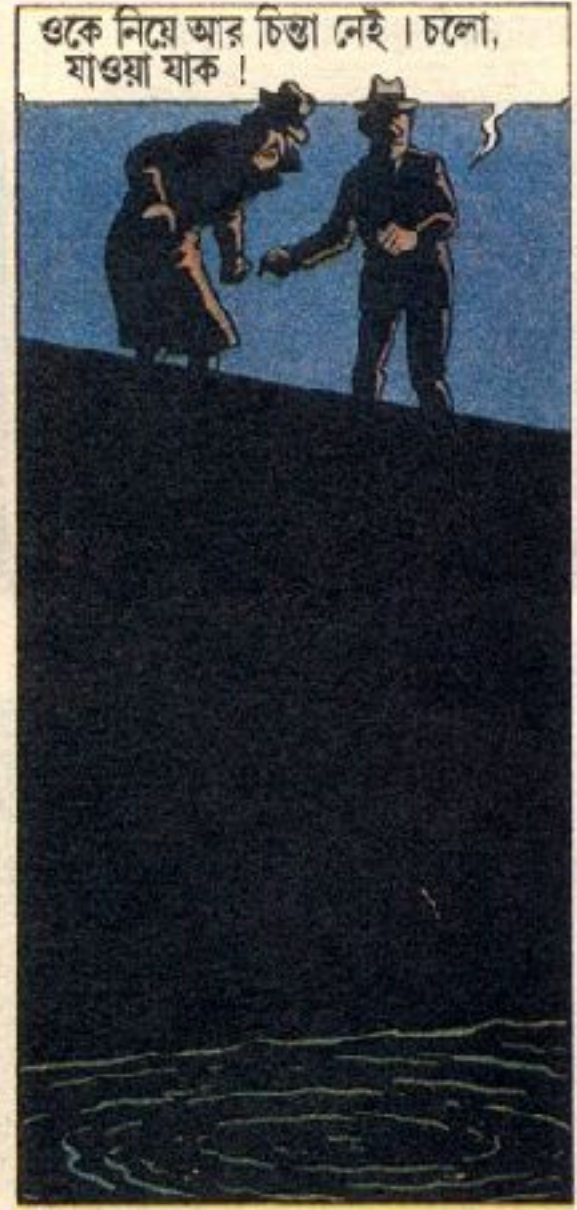
তোমাদের পিস্তল নামিয়ে রাখো !

একটু নড়লেই ঘিলু উড়ে যাবে !

ধন্যবাদ ! তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব । আমার পিস্তল ছিল না...
?
?

দুম
আমি মরতে চাই না !
ভয় নেই, আমি শুধু পুলিশকে ডাকছি...

এখানে গোলমাল কিসের ?
এই দুটি বিশিষ্ট নাগরিককে ধরে নিয়ে যেতে পারবেন ? এরা বিপজ্জনক অপরাধী...

পরদিন সকালে...
শিকাগো ট্রিবিউন !...সাংবাদিকের হাতে গুণ্ডা গ্রেফতার ! এই জবর খবর জানতে হলে শিকাগো ট্রিবিউন কিনুন...পড়ুন !

দেখতে পাচ্ছ? ওই যে আরামচেয়ারে বসে আছে... পাশে একটা কুকুর । ভাল করে নিশানা ঠিক করে গুলি চালাবে...মেশিনগানের সব গুলি উজাড় করে দেবে...শিকার যেন না ফসকায় !

ট্যাট
র‍্যাট
ট্যাট

কেল্লা ফতে করেছ ! দারুণ !
এটা সমস্যাই নয় । আমার ভুল হয় না ।

তোমাকে কত দিতে হবে ?
স্বাভাবিক ফি । বাড়তি কিছু নয় । হাজার ডলার ।

আশা করি খুশি করতে পেরেছি । দেরি করবার উপায় নেই ; আজ সকালেই আরও তিনটি মক্কেলের কাজ বাকি আছে...চলি ।

আচ্ছা !

ব্যাপারটা কেমন বুঝলি, কুট্টুস ? জানলার থেকে দূরে বসে ঠিক করিনি ? যে-পুতুলগুলি ওখানে বসিয়ে রেখেছিলাম গুলিতে সেগুলি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে…
খুব সত্যি কথা !…তবে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে…আমাদের বদলে এই পুতুলরা গোটা কাজটা করলে ভাল হত না ?

যেহেতু তখন ওরা ভাবছে আমরা বেঁচে নেই, আমার গুণ্ডা বন্ধুদের জন্যে আমি ছোট্ট একটা চমকের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি…
আশা করি এবারও পুতুল ব্যবহার করবে !

পরদিন সকালে…
শোনো, ববি ! এক্ষুনি শুনলাম নারকেলির দল আজ বিকেলে পেট্রলের ড্রামে লুকিয়ে চোরাই মাল পাচার করবে । কী করা যায় বলো তো ?
সহজ কাজ…ছিনিয়ে নেব !
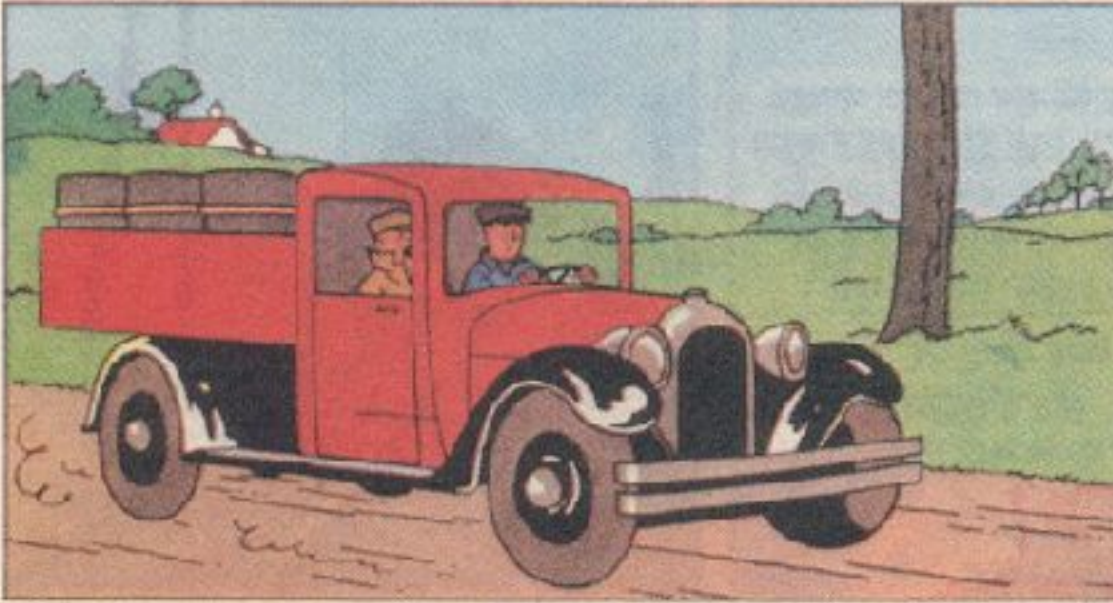
আমার মন বলছে সামনে বিপদ আসছে !

ওই দ্যাখো ! কী বলেছিলাম ?
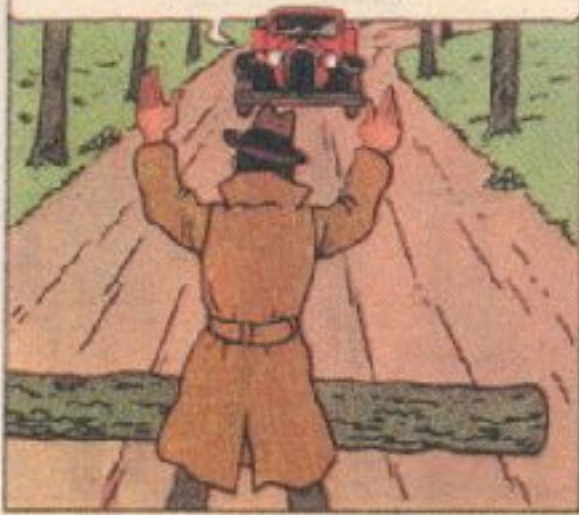
এবার চটপট বেরিয়ে এসো ! চালাকি করবার চেষ্টা করবে না !
স্বর্গের দিকে হাত বাড়াও !
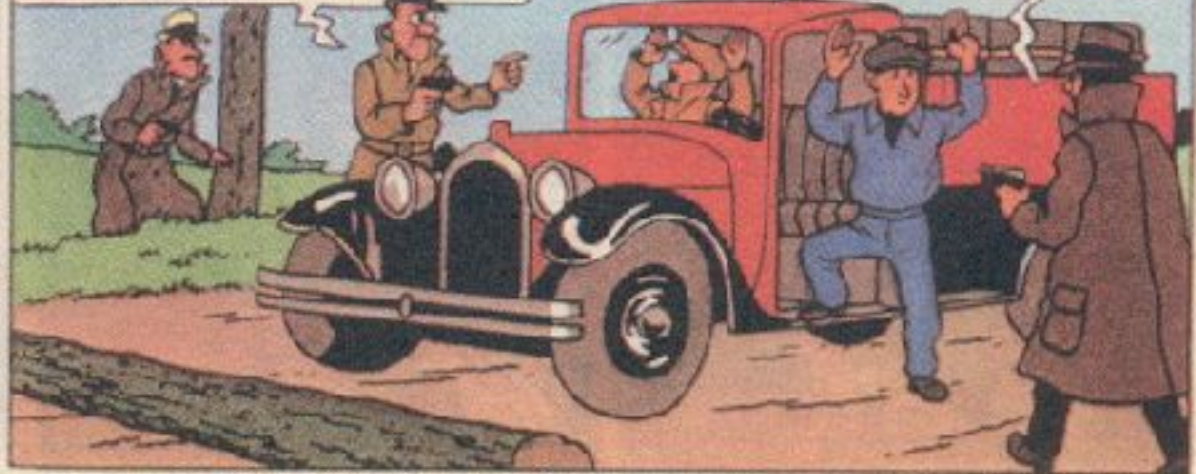
হাত তোলো ! !…
ওদের তুলে নাও ! !

দারুণ কাজ করেছেন, মিঃ টিনটিন··· চমৎকার কাজ ! আপনার জন্যেই আমরা একটা বড় মাছকে ধরতে পেরেছি । আমি···

এই ! কী হচ্ছে ?
দুম
দুম
দুম

চলি, বন্ধুরা !
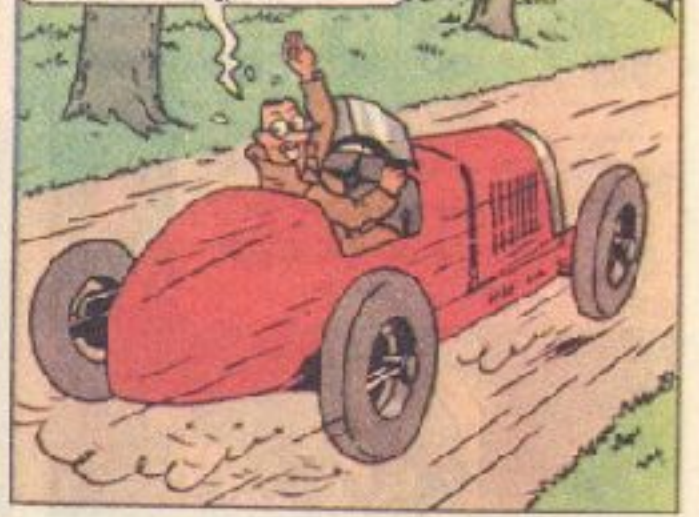
হতচ্ছাড়া বদমাশ । আমার নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া । তাও আবার দলের চাঁই ববি স্মাইলস !
চিন্তা নেই আমি ওকে জেলে ভরবার ব্যবস্থা করব !

কয়েকদিন বাদে···
এই দু'টি তারই ববি স্মাইলস সম্পর্কে । তারে বলছে ওকে ইণ্ডিয়ানদের জন্যে সংরক্ষিত এলাকার কাছে রেডস্কিন সিটিতে দেখা গিয়েছে, চল কুট্টুস আমরা রেডস্কিন সিটিতে যাই !
কিন্তু···কিন্তু···ত-তুমি নিশ্চয় রেড ইণ্ডিয়ানদের তল্লাটে যাবার কথা ভাবছ না, তাই না, টিনটিন ?
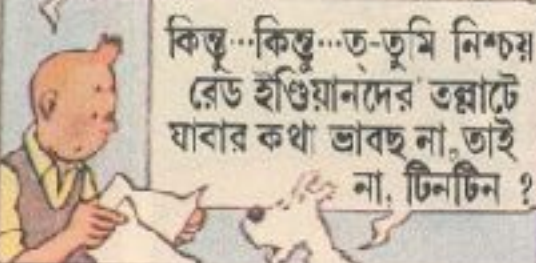
ট্রেনে দু'টি গোটা দিন !··· যাক, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি, আর সেটাই আসল কথা !
রেডস্কিন সিটি

কুট্টুস, দ্যাখ···দ্যাখ··· সত্যিকারের রেড ইণ্ডিয়ান

কুট্টুস, মনে হচ্ছে এখানে আমাদের একটু বেমানান লাগছে···

তুই ওখানে থাক । আমি একটা পোশাক কিনে নিয়ে আসছি ।
রেডস্কিন কুকুর! আচ্ছা! আমি তা হলে পাঁশুটে মুখ··· এমন চেহারা কি আগে তোমাদের চোখে পড়েনি ?

এটাই এখন কেতা···কার্তুজের বেল্ট ডান দিকে ঝোলানো···গত শীতে ওটা ছিল বাঁ দিকে···
চমৎকার ! ঠিক যেমনটি চাই !

ব্যাপারটা বসের মোটেই পছন্দ হবে না !

বস !… বস !…

বস !…সাবধান ! আমি এক্ষুনি শহরে টিনটিনকে দেখে এলাম । ও নিশ্চয় আপনার খোঁজে এসেছে !…
আলকাট্রাজ !!

এদিকে…
হ্যাঁ ! মনে হয় ঠিক আপনার উপযুক্ত ঘোড়াই আমার কাছে আছে…
বাহ্ ! সত্যিই খাসা ঘোড়া !

ওই দেখুন, শান্ত মেজাজের লক্ষ্মী মেয়ে নাম বিয়াত্রিচ !
হ্যালো বিয়াত্রিচ !

ইয়ে…ঘোড়া চমৎকার…তবে রংটা ঠিক পছন্দ নয়…বাদামি অথবা তামাটে রং আমার বেশি পছন্দ । ইয়ে…আপনার কি আর একটু শান্ত কিছু আছে ?

এটায় আপনার কাজ চলবে ?
হ্যাঁ, ধন্যবাদ । এটা ততটা ছটফটে মনে হচ্ছে না !

ঠিক আছে, কুট্টুস ! আমাকে গুণ্ডাদের আস্তানায় নিয়ে চল্‌ !

আমরা পৌঁছে গিয়েছি ! গুণ্ডাদের গন্ধ পাচ্ছি !
হাত তোলো !
এখানে কেউ নেই ?
দ্যাখ্ ! ও ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাচ্ছে… আমি এই শহরে পৌঁছবার পরে ওকে নিশ্চয় কেউ সাবধান করে দিয়েছে…
আচ্ছা, ববি স্মাইল্‌স ! পিছু নিচ্ছি !
তুমি পালাতে পারবে না, বন্ধু ! তোমাকে মোরগের মতো বেঁধে ফেলব !
দুম্
দুম্
টিনটিন ! সাবধান ! তুমি নিজের ঘোড়াকেই দড়িতে জড়িয়ে ফেলেছ !
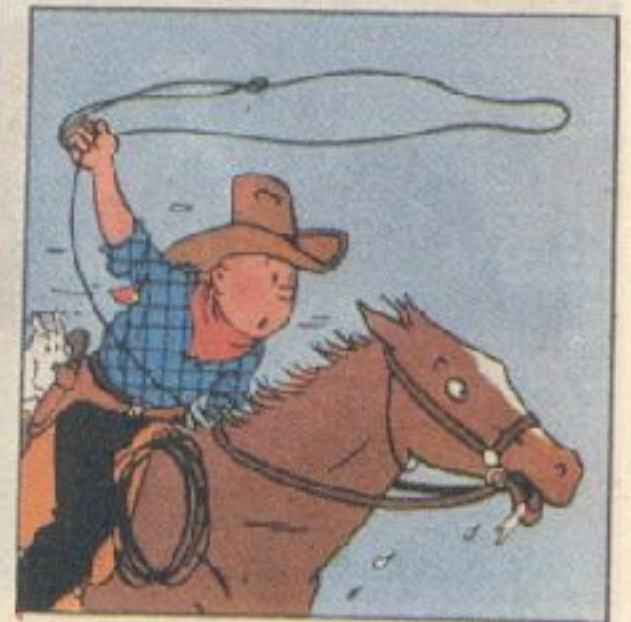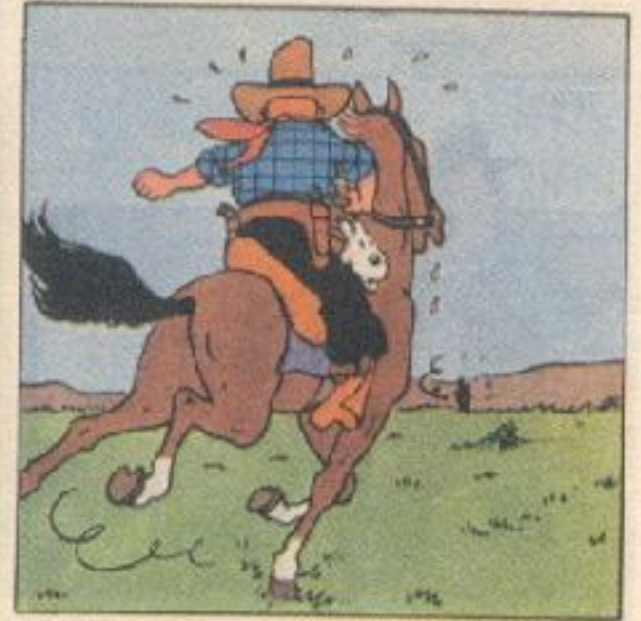
হা ! হা ! হা ! এবার তুমি কাউবয় সাজার মজা বুঝবে ! ও বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি অনেক দূরে চলে যাব !

সর্বনাশ ! ...রেড ইন্ডিয়ান ! ওদের হাত থেকে রেহাই পাব কী করে ?

অভিবাদন, সর্দার ! আমি বন্ধু হয়ে এসেছি !
অভিবাদন, পাঁশুটে-মুখ ! সাদা মানুষ আমাদের কালো-পা মানুষের এলাকায় কেন ?

মহান সর্দার, আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি । বাচ্চা একটা সাদা যোদ্ধা এদিকে আসছে । ওর মন হিংসেয় ভরা আর ওর জিভে বিষ । ওর সম্পর্কে সাবধান ! কারণ ও আসছে আপনাদের শিকারের জায়গা কেড়ে নিতে । আমার কথা শেষ !...

কালো-পা জাতির বীর যোদ্ধারা, শোনো ! বাচ্চা একটা পাঁশুটে-মুখ আসছে । ও কৌশলে আমাদের শিকারের এলাকা চুরি করতে চায় !...মহান দেবতা আমাদের মন ঘৃণায় ভরে দিন, হাতে শক্তি দিন !...চলো, বুনো কুকুরের মতো যার মন, সেই জঘন্য পাঁশুটে-মুখের বিরুদ্ধে আমরা কুড়ুল তুলে নিই !

আর চাঁদপারা চোখ এই পাঁশুটে-মুখ, যিনি আমাদের বিপদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাঁর মাথায় মহান দেবতার আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক !

চলো, এখন আমরা কুড়ুল তুলে নিই...
সর্দার ঠিক বলেছেন...

শান্তির দূত ! শেষ যুদ্ধের পরে শান্তি ফিরে এলে আমরা যে কুড়ুল কোথায় লুকিয়ে রেখেছি তা আর মনে নেই...
অ্যাঁক !

আমাদের কুড়ুল পেয়েছি ! মহান মনিটু যুদ্ধ চান !

সত্যিই কেল্লা ফতে করেছি !
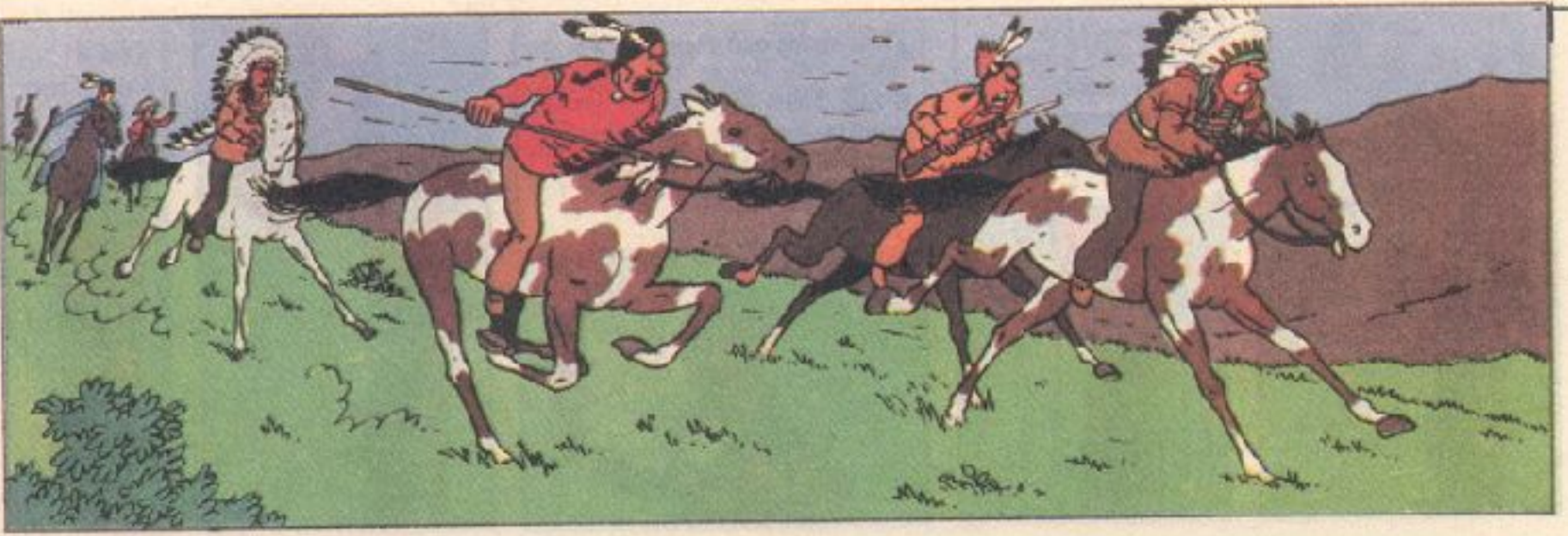
ওই যে ইন্ডিয়ানরা আসছে...বুঝলি কুট্টস, রেড ইন্ডিয়ানরা আজকাল শান্ত হয়ে গেছে এ-কথা জানা না থাকলে ভয় পেয়ে যেতাম !
তবু ভয়ে হিম হয়ে যাচ্ছি !

এসব কী হচ্ছে ? অচেনা লোককে অভ্যর্থনা করবার আজব রীতি !
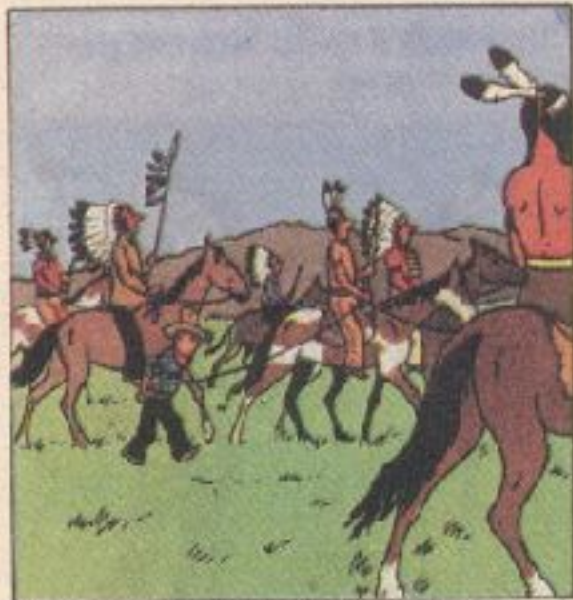
উফ্ ! মানুষখেকোরা চলে গেছে ! ভয়ে আমার বুদ্ধিগুলিয়ে গিয়েছিল !

ছিঃ, কুট্টস ! তুমি টিনটিনকে ফেলে পালিয়ে গেলে !

তোমাদের রীতিনীতি সত্যিই অদ্ভুত !
পাঁশুটে-মুখটা দেখছি ভিতু নয় ! ও শান্ত মুখে হাসছে !
দেখা যাক ও শেষ পর্যন্ত কী করে !

কুট্টস, তুমি যে একটু ভিতু এটা মেনে নাও । তুমি ভাল করেই জানো, টিনটিন বিপদে পড়েছে...

পাঁশুটে-মুখ, মহান সর্দারের কথা শোনো... তুমি মনে ঘৃণা আর ছলনা নিয়ে ছিঁচকে কুকুরের মতো এখানে এসেছ । কিন্তু তোমাকে এখন যন্ত্রণাযূপে বাঁধা হয়েছে । তুমি অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে কালো-পা জাতির প্রতি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি ভোগ করবে !
এ কোন ধরনের কথা ?

এখন আমার তরুণ বীরেরা এই ঘৃণ্য পাঁশুটে-মুখের ওপর তাদের দক্ষতা ঝালিয়ে নিক । ওকে ওর পূর্বপুরুষদের কাছে পাঠাবার আগে অনেকক্ষণ ধরে যন্ত্রণা ভোগ করাও !
লোকটা পাগল !
ভাল বলেছেন, মহান সর্দার !

ঠক

সর্দার, রসিকতা ঢের হয়েছে ! এবার বাঁধন খুলে আমাকে ছেড়ে দাও !

এই পাঁশুটে-মুখটা আমাদের হুকুম করছে ! ওর হুকুম শুনে মনে হয় যেন আমরা কুকুর ! পাঁশুটে-মুখটা মরবে ! আমার কথা শেষ !

রজন !... খাসা মতলব !

খট

উহ্ ! গুলতি !
কাজ হয়েছে !

বিচ্ছু বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও ! ...আমাকে তাক করে গুলতি ছুঁড়ছে ! ফের করলে তোমার খুলির ছাল ছাড়িয়ে নেব !

কী আস্পর্দা ! মহান সর্দারের সঙ্গে এই ব্যবহার ! ...বজ্জাত ছেলে !
ওকে তিন চাঁদ আমার চোখের আড়ালে রাখবে, নইলে...

বাচ্চাদের গুলতি নিয়ে খেলতে দেওয়া উচিত নয়...

অ্যাঁ ! তুমিও ! সর্দারকে অসম্মান করবার আস্পর্দা তোমার হল কী করে !
আমি ?...

হ্যাঁ ! ...তুমি !

সর্দার ! তুমি আমার ভাই পাতাখেকো বাইসনকে মারলে ! ও নির্দোষ !

দমাস

পাতাখেকো বাইসনের ভাই-এর এত আস্পর্দা যে সর্দারের গায়ে হাত তোলে ! মারো, ওকে মেরে ফেলো ।

ষাঁড়-চক্ষুর ভাই পাতাখেকো বাইসনকে সর্দার অন্যায়ভাবে মেরেছে । নিজের ভাইকে সাহায্য করেছে বলে ষাঁড়-চক্ষুকে যে ভীরু কুকুররা মারবে তারা মরবে !

চমৎকার ! ওরা লড়াই করুক । ততক্ষণে নিজেকে মুক্ত করি !

ব্যস ! হাতের বাঁধন খুলেছে ! এবার পা··· চমৎকার··· ছোটো !

কিন্তু আমার বিরুদ্ধে এদের খেপিয়ে দিল কে ? সেটা জানতেই হবে··· যে গুণ্ডাটাকে তাড়া করছি সেই কি ?

ওদের চেঁচামেচি থেমেছে । তার মানে টিনটিনের শাস্তি শেষ হয়েছে। দেখতে হচ্ছে···

সর্বনাশ ! ···ও পালিয়ে যাচ্ছে ! গোটা দলকে মেরে শুইয়ে দিয়েছে ! অসম্ভব কাণ্ড ! ···কী ছেলে বাবা !

বাঁচাও ! ···ওরা আমাকে তাড়া করেছে !
গুড়ুম

গুড়ুম
!

গুলির শব্দ কানে আসছে··· আশা করি টিনটিনের কিছু হয়নি ।

না, ইন্ডিয়ানরা নয় ! ববি স্মাইল্‌স ! আমার জানা উচিত ছিল ! ···এখন বুঝতে পারছি ইন্ডিয়ানরা আমার ওপর কেন এমন খড়্গহস্ত হয়েছিল···

সর্বনাশ ! ···ও আবার তাক করছে !
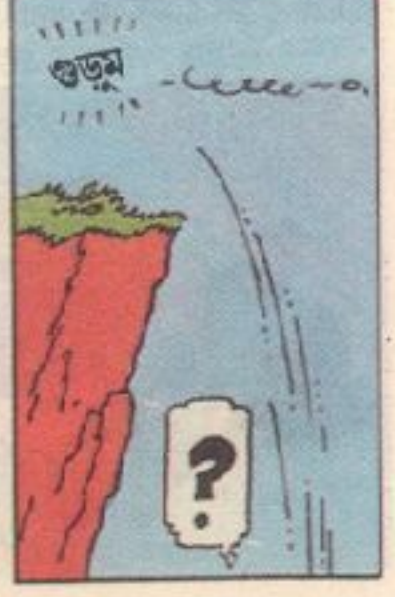
গুড়ুম
?

সর্বনাশ ! কী গভীর খাদ ! ...খাদটা কয়েকশো ফুট নেমে গেছে...তলা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না...

জলদি ! জলদি ! টিনটিনকে বাঁচাতেই হবে !

ধড়িবাজ, এবার তোমার শিক্ষা হবে । অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো...পথের কাঁটা সমূলে উপড়ে ফেলে দিয়েছি !
ও কী দেখছে ? ...টিনটিন কি ওই খাদে পড়ে গেছে... ? না, তা হতেই পারে না... !

এবার শিকাগো ফিরে যাব ।
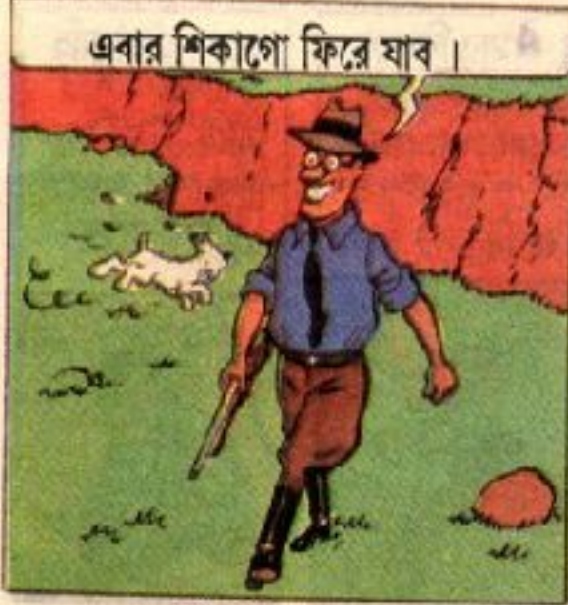
ভৌ... ! ভৌ... !

টিনটিনের সেই হতচ্ছাড়া কুকুরটা ! ...ওটাকেও ওর মালিকের কাছে পাঠাই !

গুড়ুম
ভৌঔঔ !...

আরে, কুট্টুস ! মনে হচ্ছে আমরা দু'জনেই এক পথ ধরে এসেছি !

আমিও তোমার মতো শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছিলাম । ওখানে ওই ঝোপটার ওপর পড়ে যাই । ঝোপটা বেঁকে গিয়ে আমাকে এই খাঁজের ওপর ফেলে দেয়, তাই খাদে পড়ে হাড়গোড় না ভেঙে বহালতবিয়তে আছি ।
বাঃ, কী ভাগ্য !

তবু আমরা শুধু আপাতত নিরাপদ... এখান থেকে পালাবার সম্ভাব্য কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না...

ওখানে কী শুঁকছিস, কুট্টুস ?···কিছু দেখতে পেয়েছিস নাকি ?
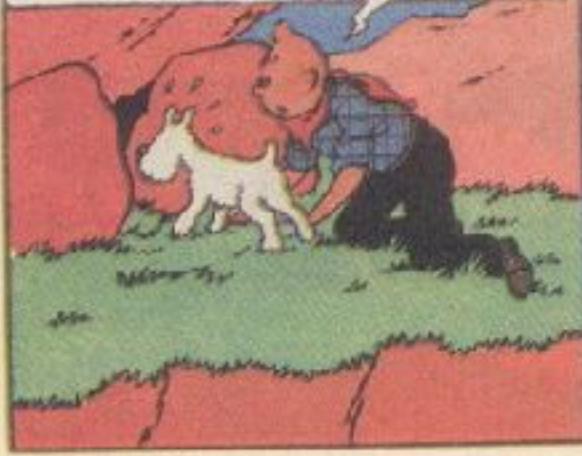
হে ঈশ্বর !···আশ্চর্য···একটা গুহা মনে হচ্ছে···এটা কোথায় গেছে দেখি না কেন?

এগিয়ে যাওয়া যাক !

আমরা কোথায় ?
কুট্টুস, সাবধান !···

এটা ক্রমেই আরও উপরে উঠে গেছে···

আমরা কোথায় গিয়ে উঠব ?

দ্যাখ ! ইন্ডিয়ানদের আঁকা ছবিতে সাজানো বিরাট এক গ্যালারি···

সম্ভবত শত্রুর তাড়া খেয়ে কালো-পা ইন্ডিয়ানরা এখানে লুকিয়ে ছিল···

এটা আর-একটা মুখ···

এখনও উপরে উঠছে !···এই সুড়ঙ্গ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ?
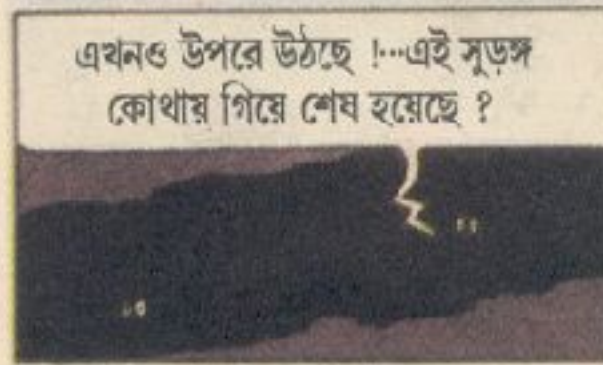
আহ্, এবার এটা নীচের দিকে যাচ্ছে···

··· আবার খাড়া উপরে উঠছে···

অবশেষে অপদার্থ রিপোর্টারটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি ! এখন ফিরতি পথে রওনা হবার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে···

এখানে এসব কী হচ্ছে, অ্যাঁ ? নিশ্চয় ভূমিকম্প ! আমার পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে···

?
বাপ রে ! কী ভারী !

!?!
!

বাঁচাও ! বাঁচাও ! ভূত !
টিনটিনের ভূত তাড়া করেছে !

বাহ্ ! কী যোগাযোগ ! এ-কথা বলতেই হবে আমাকে আবার দেখে ও বিশেষ খুশি হয়নি !

ওর বিবেচনার তুলনা নেই—আমার জন্যে কিছু খাবার রেখে গেছে ! ওর উদারতার জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ... সত্যি বলতে কী, খিদেয় মরে যাচ্ছি...
আ-আম্মো !

সর্দার !...সর্দার... ! একটা ভূত দেখেছি ! বাচ্চা পাঁশুটে-মুখটার ভূত ! দিব্যি করে বলছি ও মরে গিয়েছিল ! গুলি খেয়ে ও খাদে পড়ে গিয়েছিল...এখন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে !

কী বললে ?...মাটি ফুঁড়ে ?...তা হলে ও আমাদের গোপন গুহা দেখে ফেলেছে ! আমাদের ওখানে নিয়ে চলো ! ওই খুদে শয়তানটাকে শেষ করে ফেলতে হবে !

প্রায় দু' মাইল পথ...
ওর খুলির ছাল ছাড়িয়ে ঘরের চাল সাজাব !
এই চাঁদপারা চোখ পাঁশুটে-মুখটা মেয়ের মতো ভিতু !

?
সোঁওওও

খুদে পোকাটা পালিয়েছে !

তা হলে ওর পিছু নাও !

এসো ! আমার তরুণ বীররা তাদের সর্দারের পিছনে এসো !

যাও ! জলদি ! আরও জলদি ! আশ্চর্য, লোকে ভাববে সর্দারের সঙ্গে যেতে তোমরা ভয় পাচ্ছ !

ভয় নেই, কুট্টুস। আমরা এই গর্তে পচে মরব না। ওরা ভাবছে ফাঁদে পড়েছি, কিন্তু আমরা পালাচ্ছি। দ্যাখ, আমি কার্তুজগুলি খালি করে বারুদ বের করে নিয়েছি। এবার ওদের পাথর উড়িয়ে দেব !

মনে হয় এতে কাজ হবে ?

এই তো…আস্তে হলেও কাজ ঠিক এগিয়ে চলেছে…কুট্টুস,দেখিস আমরা ঠিক পৌঁছে যাব । আয়, আর-একটু চেষ্টা কর…আরে ! মাটিটা ভেজা মনে হচ্ছে…

আমাকে বলতে হবে না… গন্ধটাও কেমন অদ্ভুত !

আরেব্বাস !···তেল !···তরল ঐশ্বর্য, কিন্তু তুলে নেবার লোক নেই !
তাজ্জব ! আর আমি ভাবতাম তেল আসে টিন থেকে !

আচ্ছা, বাপু ! এই চুক্তিপত্র, সই করো ! তোমার তেলের কুয়োর জন্যে পাঁচ হাজার ডলার দিচ্ছি !

ক-কী করে জানলেন এখানে তেল পাওয়া গেছে ?···তেল বেরিয়েছে দশ মিনিটও হয়নি···
ব্যবহারিক জ্ঞান, বুঝলে খোকা ! নির্ভুল মার্কিন ব্যবহারিক জ্ঞান ! কখনও ব্যর্থ হয় না !

জোচ্চোরটার কথা শুনো না !···এখানে সই করো ! দশ হাজার ডলার দেব··· !

এই, সই কোরো না ! আমি পঁচিশ হাজার দেব !
পঞ্চাশ হাজার !!
এক লাখ !!!

মশাইরা, আমি অত্যন্ত দুঃখিত ! এই তেলের কুয়ো আমি বিক্রি করতে পারি না ! এর মালিক কালো-পা ইণ্ডিয়ানরা, যারা দেশের এই অঞ্চলে বাস করে···
এ-কথা আগে বলোনি কেন ?

শোনো, সর্দার ! পঁচিশ ডলার দিচ্ছি ! আধ ঘণ্টার মধ্যে মালপত্তর নিয়ে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে !
পাঁশুটে-মুখ কি পাগল হয়ে গেছে ?

এক ঘণ্টা বাদে···

দু' ঘণ্টা বাদে···
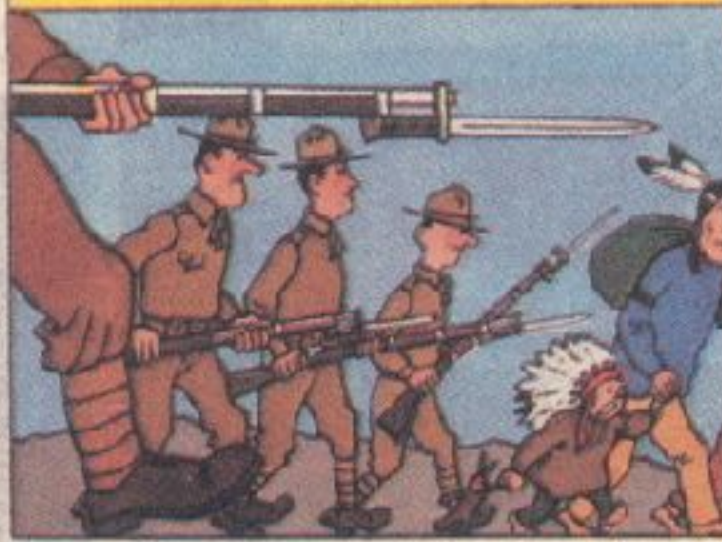
তিন ঘণ্টা বাদে···
CACTUS & PETROLEUM BANK INC.
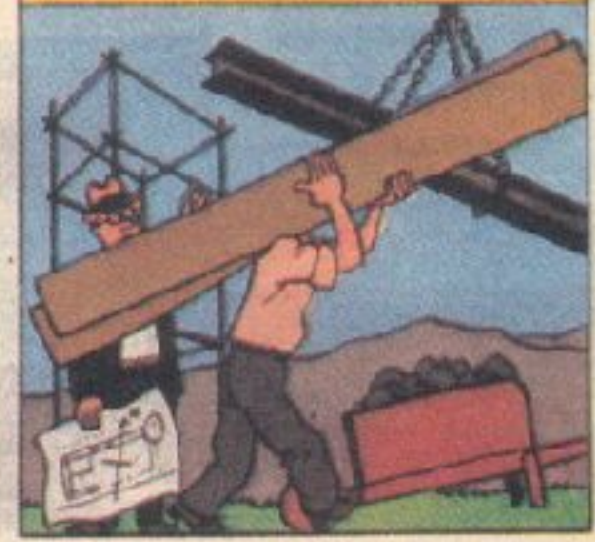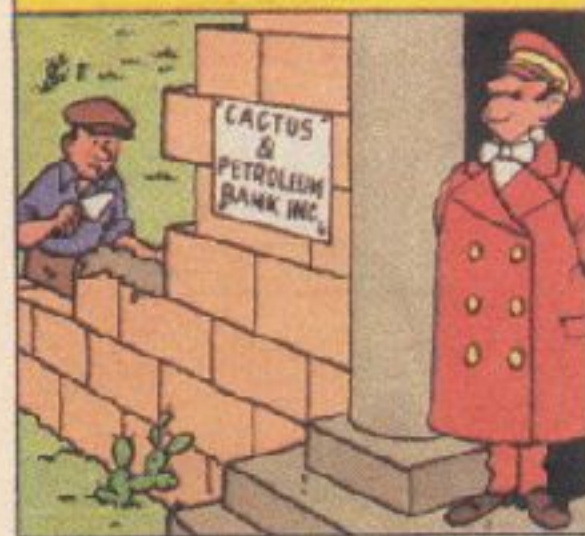
পরদিন সকালে···

অত হইচই কেন ?
এই, শোনো তুমি কি জানো না, শহরে উদ্ভট পোশাক পরা নিষেধ ? গাড়ির সামনে থেকে সরে যাও !···তুমি কোথায় আছ বলে মনে করছ ? ···এটা কি বুনোদের এলাকা ভেবেছ ?

ভাগ্য আবার বিরূপ ! ডামাডোলের মধ্যে ববি স্মাইল্‌স আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে...এখন ওকে আবার খুঁজে পাই কী করে ?

ভস ভস ভস
আমরা এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখছি ট্রেনটা যাচ্ছে...

এই রে ! ...মনে হয় আমাকে দেখেছে !
ওই তো ও বসে আছে !

মাস্টারমশাই ! ও মাস্টারমশাই ! পরের ট্রেনটা কখন ছাড়বে ?
পরের ট্রেন ?...কাল এই সময়ে...

হেরে গিয়েছি ! ও আমাকে আবার হারিয়ে দিয়েছে !... তবে যদি...

এই !...দ্যাখো ! ওদিকে !
তাজ্জব কাণ্ড ! আমার গাড়ি নিজে-নিজেই চলে যাচ্ছে !

চলি, বন্ধুরা !...তোমাদের জন্য সুন্দর একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দেব !
অত্যন্ত দুঃখিত !...তবে এটা শুধু ধার নিচ্ছি !
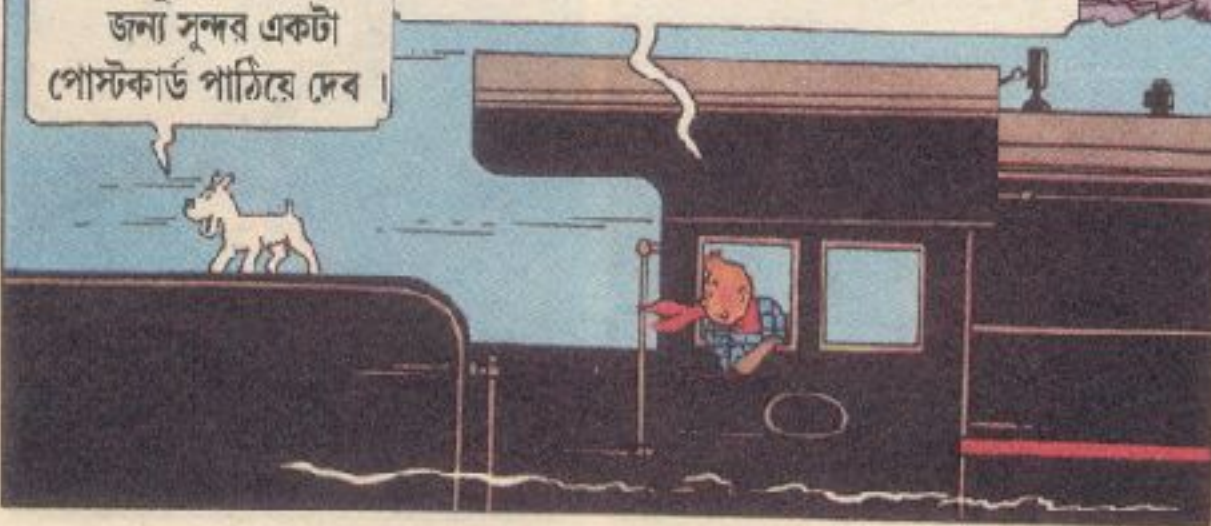
হুর্‌রে ! ওদের ধরে ফেলছি ! আগের ট্রেনের ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি...
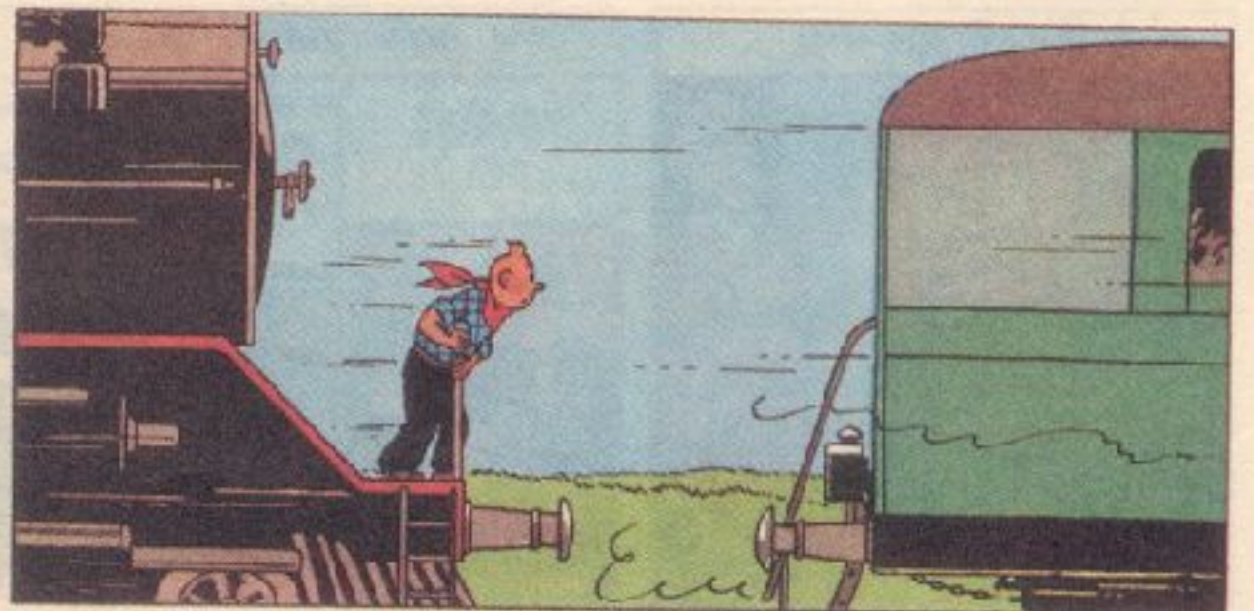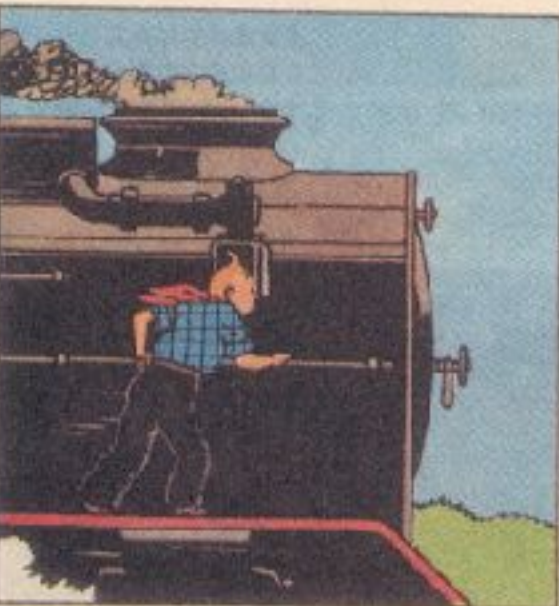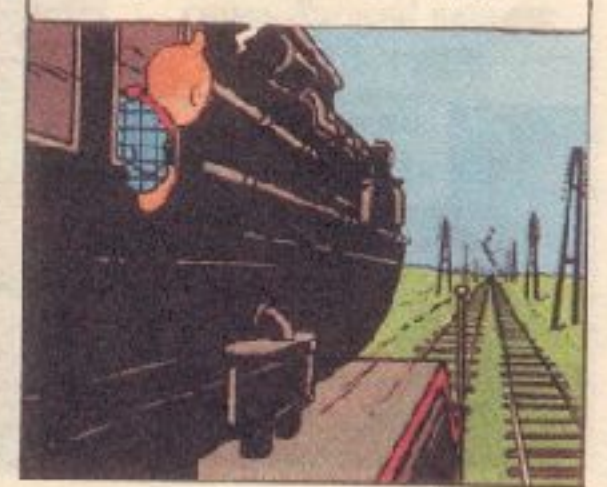
হেল্লো ?…ব্লক ১৫২ ? একটা পাগলা এঞ্জিন মেলের পিছনে ছুটছে…হ্যাঁ…ওকে সাত নম্বরে পাঠাও…মেলের আগে যেন যেতে না পারে…

ঠিক আছে, বস্, নিশ্চিন্ত থাকুন !

উফ্ ! ঠিক সময়ে এসে পড়েছি ! মেলগাড়ি আসছে… ওর পিছনেই পাগলা এঞ্জিনটা…
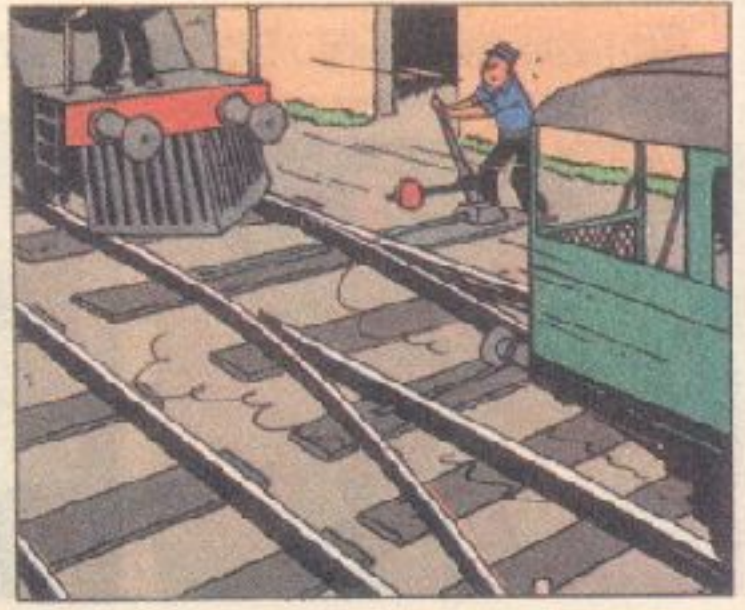
যাচ্চলে ! আমাদের অন্য লাইনে ঢুকিয়ে দিয়েছে…
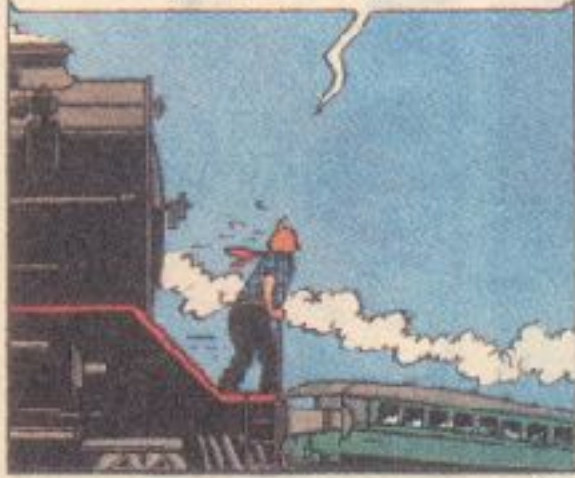
এক্ষুনি এঞ্জিন বন্ধ করে পিছিয়ে গেলেই ঠিক লাইনে উঠে যাব…
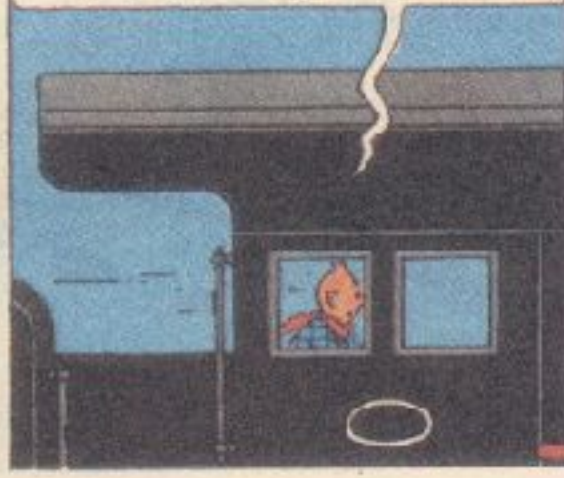
এইয্যা ! ব্রেক-লিভার জ্যাম । এখন বুঝতে পারছি এঞ্জিনটা মেরামতের জন্য যাচ্ছিল ।

!
ব্লক ১৬
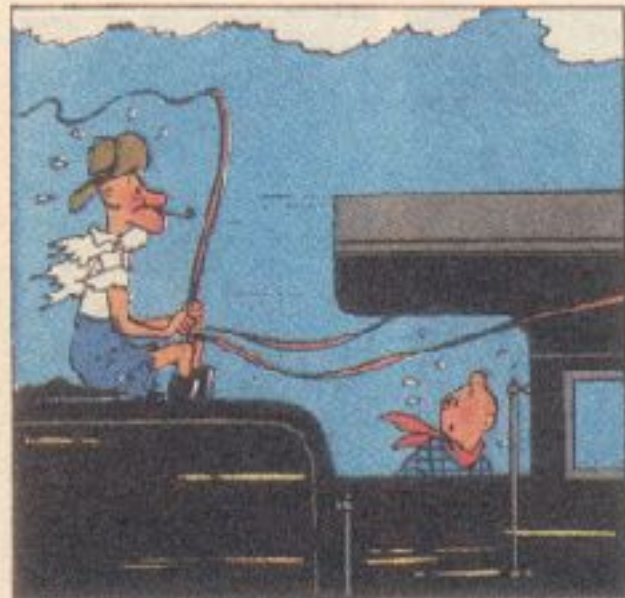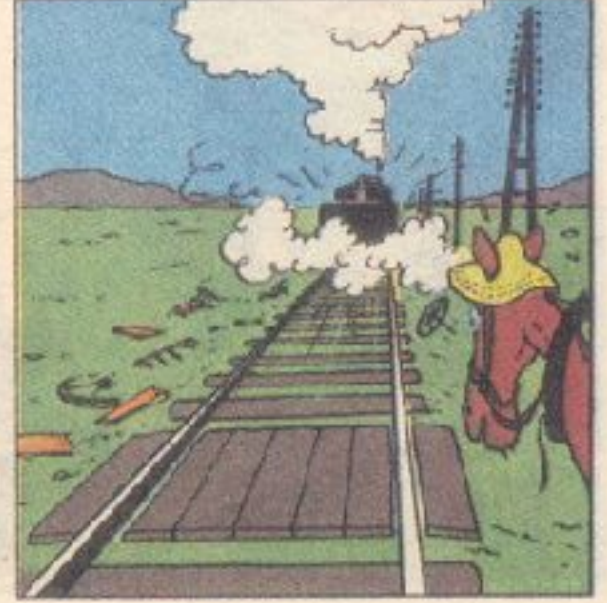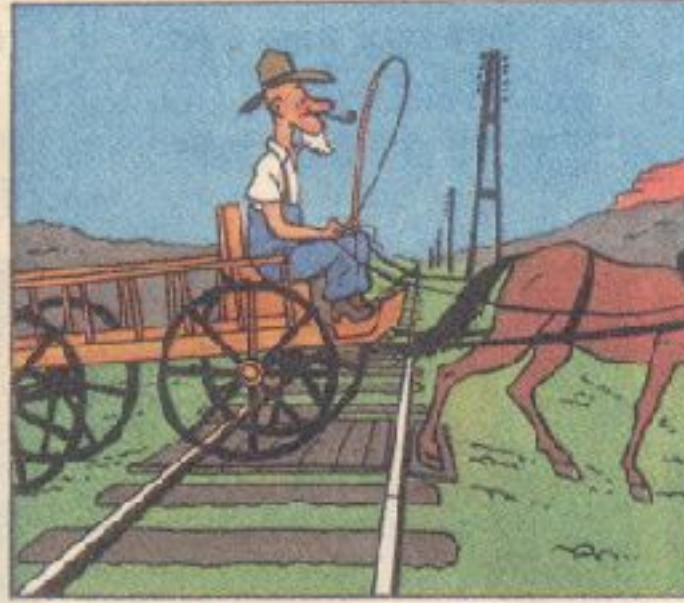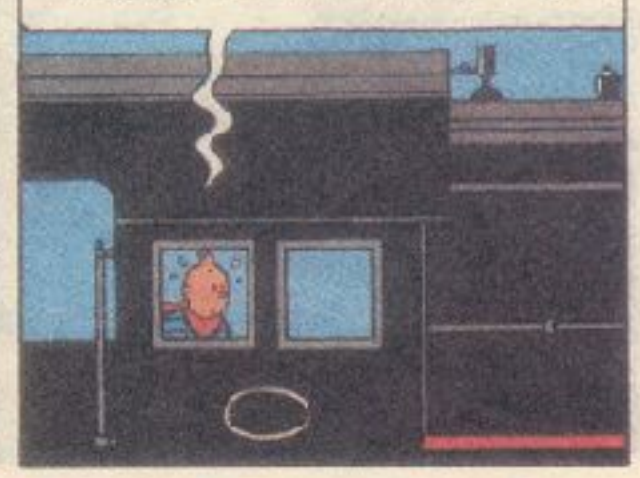
জেম, লাইনটা সাফ করবার একটাই উপায় আছে—ডিনামাইট । হাতে ঢের সময় । পরের ট্রেন কাল সকালে…
জিম, ভাগ্য ভাল লাইনের ওপর ওই পাথরটা দেখেছি । সকালে মেলট্রেন এটায় ধাক্কা খেলে কী হত কল্পনা করো !…কী সর্বনাশ হত ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে ।

স্লিম ! ট্রেন আসছে…জলদি ! ফিউজ জ্বালাও, নইলে ট্রেনটা পাথরে ধাক্কা খাবে…

বাঁচাও ! সর্বনাশ !…ট্র্যাকের ওপর পেল্লায় একটা পাথরের চাঁই !

ফুসসস

বুউউউম
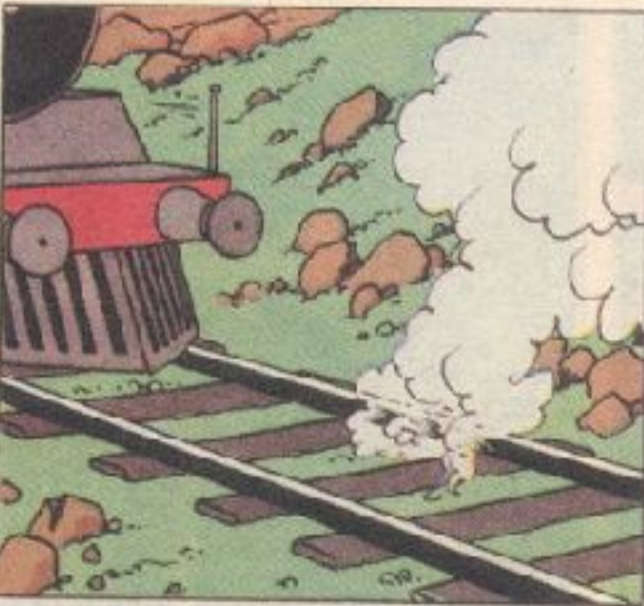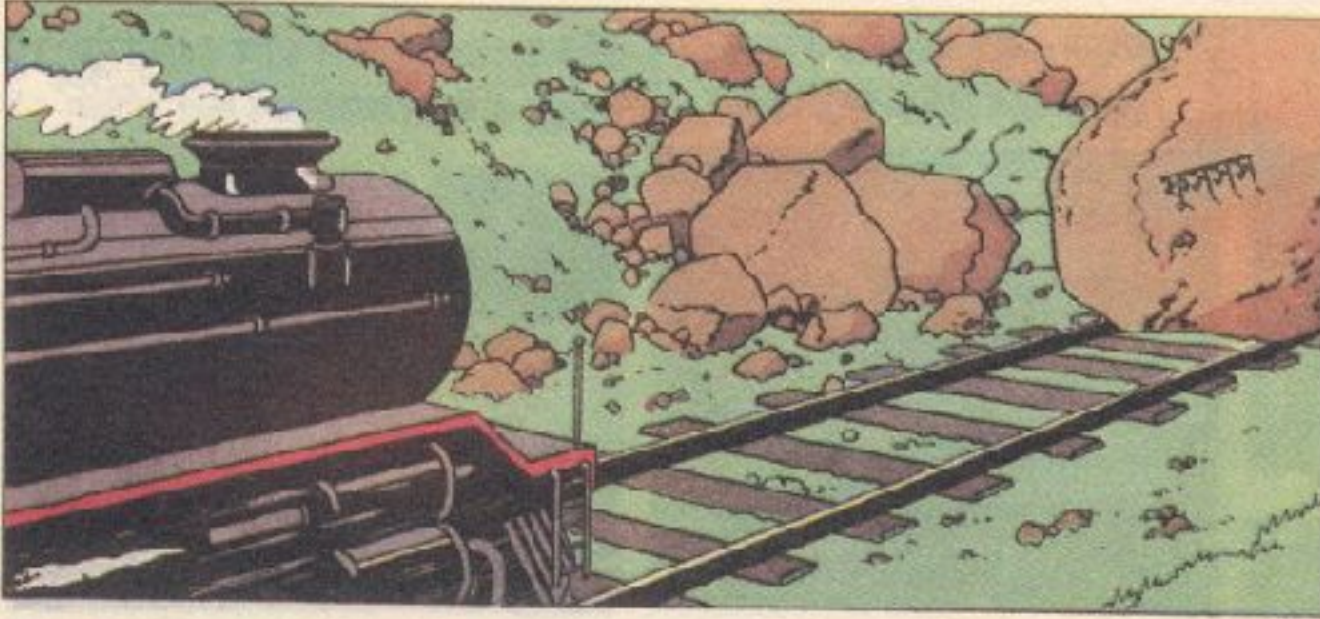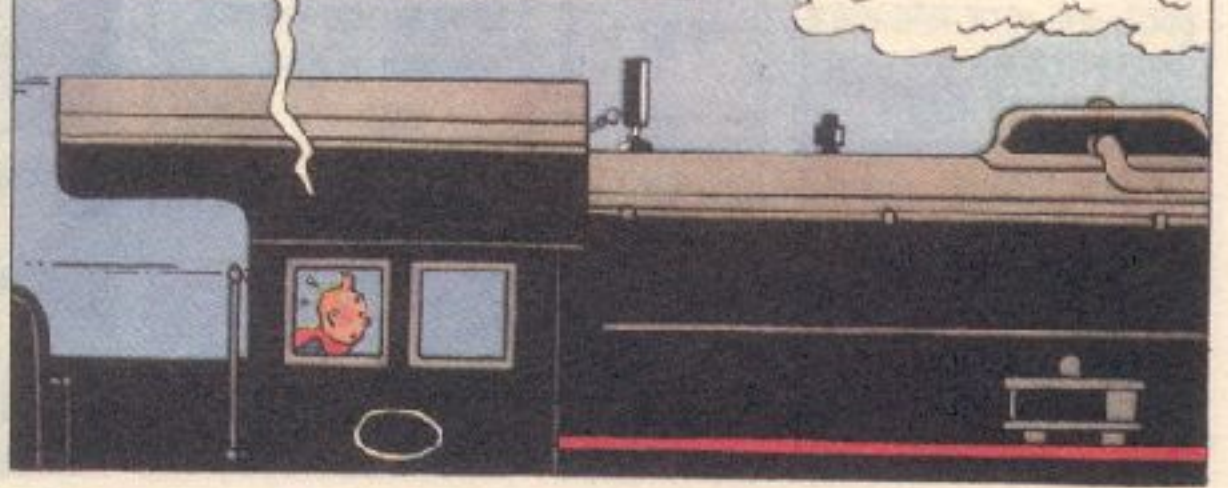
জোর বেঁচে গেছে, বুঝলে ! শেষ মুহূর্তে ডিনামাইট ফেটেছে ! আর দু' সেকেন্ড দেরি হলেই ট্রেনটা উড়ে যেত !

সর্বনাশ, জেম ! আমাদের যন্ত্রপাতি আর বাড়তি ডিনামাইটের কাঠি যে-ট্রলিতে রয়েছে সেটা আধ মাইল দূরে ট্র্যাকের ওপর ছিল….ওটা উড়ে গেছে !

কুট্টুস, আজকের দিনটা আমাদের কাছে নির্ঘাত পয়া…

ডিনামাইট
ডিনামাইট

বুউউউম
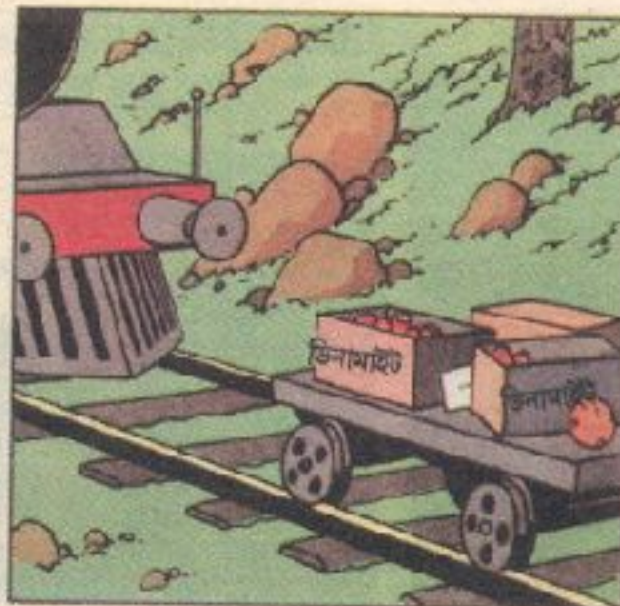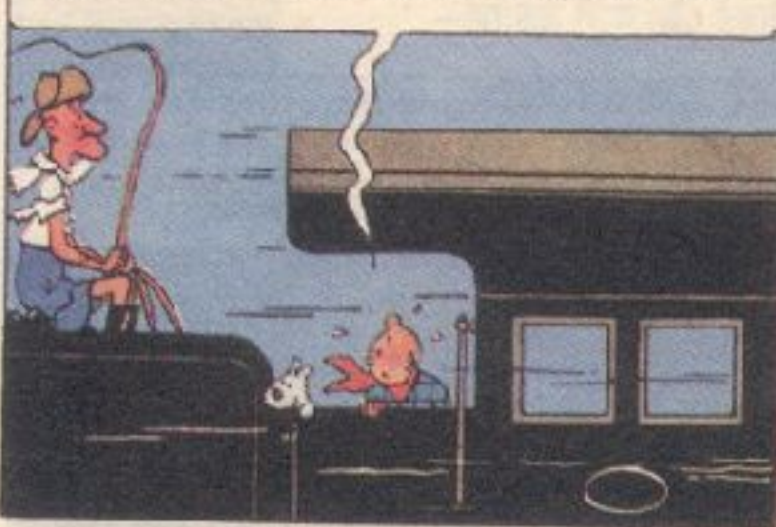
সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড !...সাঙ্ঘাতিক !

কী মারাত্মক দুর্ঘটনা ! ড্রাইভার নিশ্চয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে !

এই জেম ! শুধু এটাই পড়ে আছে ! ভয়ানক ব্যাপার !

যাচ্ছেতাই ব্যাপার !
ভয়ানক !

এই !

এই !
?
?

এই !

আমার কুকুরটা কোথায় ?
তোমার কুকুর ? বলতে পারছ না, বাছা ! কিছুই দেখতে পাইনি...
মাফ করবেন, সার । আমার গাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?

খুঁজে দেখতেই হবে । কুট্টুস নিশ্চয় হাওয়া হয়ে যায়নি... যেতেই পারে না...
আমি এর মধ্যেই সব খুঁজে দেখেছি...

কুট্টুস ! যাক, পেয়েছি ! ভেবেছিলাম এবার তোকে সত্যিই চিরকালের মতো হারিয়েছি...
টিনটিন, আমি জানি কয়লার গামলার নীচে তোর সময়টা আরামে কাটেনি...

এই, তুমি কি চলে যাবার মতলব করছ নাকি ? এভাবে পালানো চলবে না...
দুঃখিত, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে... জরুরি কাজ...এক বিপজ্জনক অপরাধীর পিছনে ছুটছি...
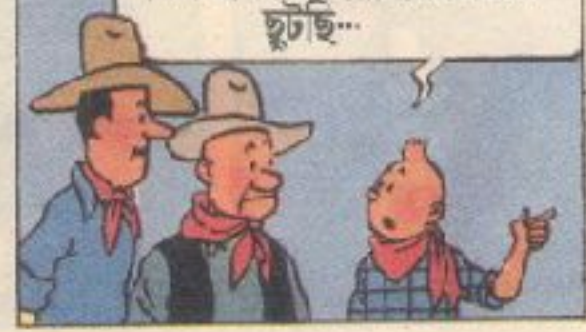
চল, এবার হাঁটতে শুরু করি । ওই ভাল লোকগুলি যে-রসদ দিয়ে গেছে তা নিয়ে মরুভূমির মধ্যে ঢুকতেও চিন্তা নেই···
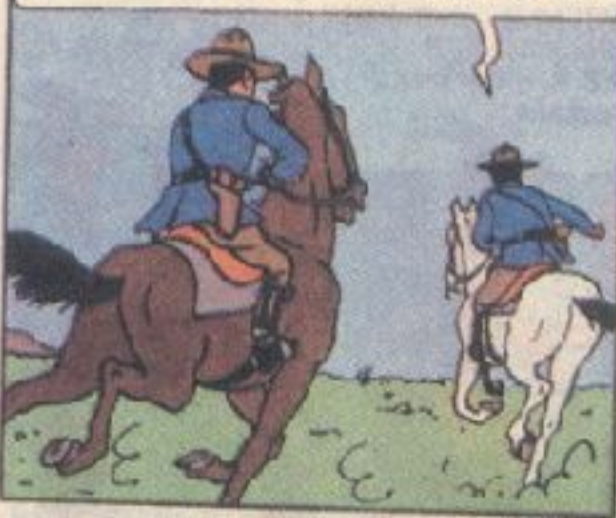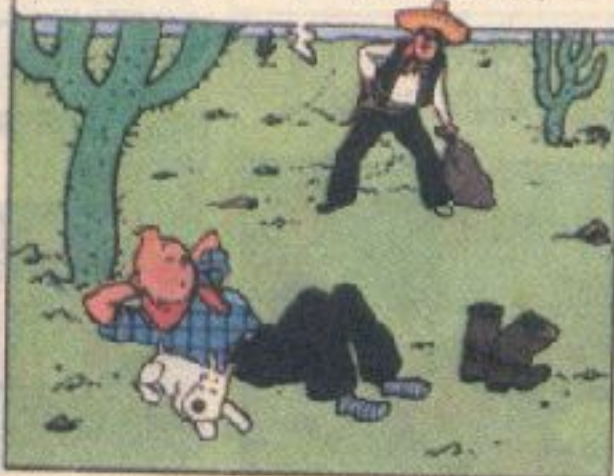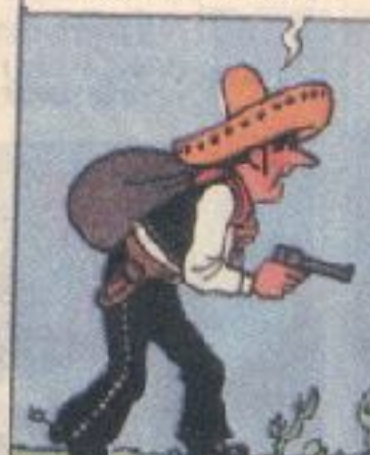
আঃ !…ঘুম ভেঙেছে ! বিশ্রাম শেষ ! কুট্টুস, চল, রওনা হই…

আরে ! তাজ্জব ব্যাপার ! এটা আমার জুতো নয় । এই জুতোর তলায় পেরেক…পিছনে নালও আছে…অদ্ভুত কাণ্ড… কিছুই বুঝতে পারছি না…

সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার…

ওই ছাপগুলো দ্যাখো…ছাপ লুকোতে চেষ্টা করেছিল…তবে ও আমাদের বোকা বানাতে পারবে না…ওকে এক্ষুনি ধরে ফেলব !

অস্বাভাবিক…

দাঁড়াও !
?

তোমাকে গ্রেফতার করছি !

কিন্তু কেন ? আমি প্রতিবাদ করছি !…
প্রতিবাদ, অ্যাঁ ?…ওল্ড ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা ?…ম্যানেজার খুন…আর টাকা লুঠ… ?

শহরে ফিরতে সন্ধে হবে…
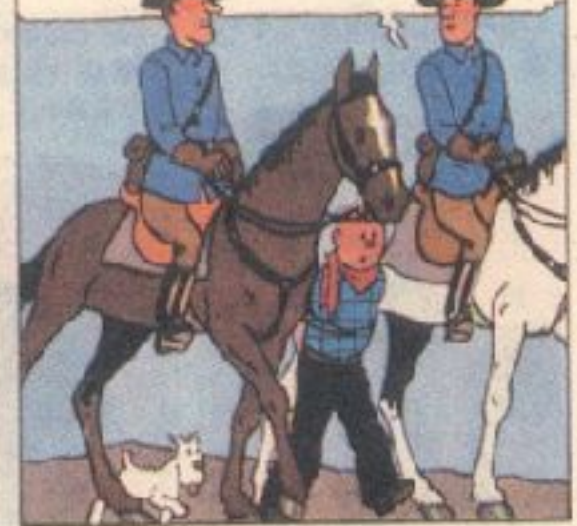
ওরা ফিরে এসেছে ! ফিরে এসেছে ! ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে ধরে এনেছে !

আমাদের কিছু করবার নেই, ফ্রেড… সবাই ওকে ফাঁসি দেবার জন্যে পাগল…

নগরপরিসংখ্যান সংস্থা থেকে প্রাপ্ত গতকালের তথ্য অনুযায়ী ২৪টি ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, ২৪ জন ম্যানেজার জেলে ! ৩৫টি শিশু অপহৃত...

...৪৪টি ভবঘুরেকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। ১০০ গ্যালন চোরাইপানীয় আটক করা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আর ২৯ জন পুলিশ হাসপাতালে...

একটি নির্দোষ লোককে ফাঁসিতে লটকাতে দিয়েছে ! বিশেষ করে যখন আমিই জানি যে, লোকটা নির্দোষ ! ...আহ্...আর এক গ্লাস... এই শেষ...

এগিয়ে চলো, শেরিফ... খাসা পানীয় ...

... আর এক গ্লাস ! ...শুধু গায়ে একটু জোর পাব বলে...

আ-আমার কথা হল... হিক্ ...অপরাধী নির্দোষ... হিক্ ...রেডিওটা...না... এই পানীয়...এটাই খেল !

এবার আর কোনও ভুল হবে না, চাঁদু ! আমার সুনামের কথা মনে রাখতে হবে…

কী অপদার্থ !
আবার গুবলেট করেছে !…
এই, এবার আমার হাতে ছেড়ে দাও !

…আমাকে চেষ্টা করতে দাও ! দেখিয়ে দিচ্ছি কী করে ফাঁসি দিতে হয়
আমাকে দাও !

আমি ফাঁসি দেব !
না, আমি !
না, আমি !

আমি নির্দোষ এ-কথা ওদের বোঝাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই ! বরং তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ভাল ।

মরেছি ! …আমি পালিয়েছি ওরা টের পেয়েছে ! …ওরা আমার পিছনে ছুটে আসছে !

ঢ্যাঙা জিম যখন নিজের ঘোড়ায় চেপে পিছু নিয়েছে তখন আর চিন্তা নেই ! …ও পয়মন্ত… ছেলেটাকে ও-ই ধরবে !

তাজ্জব…ও কোথায় হাওয়া হয়ে গেল ! শেষ যখন দেখি তখন ও এই গাছের নীচেই ছিল …তবে ওকে আমি ধরবই, নয়তো আমার নাম ঢ্যাঙা জিমই নয় !

ভৌ ! আমরা ঝড়ের বেগে ছুটে এসেছি···
বেঁচেছি···ওরা পিছু তাড়া করা ছেড়ে দিয়েছে···

অন্ধকার হয়ে আসছে । কুট্টুস, রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালে রওনা হব ।

একটা পুমা ?···

এবং একটা হরিণ !··· হরিণ পুমাকে তাড়া করে এমন কথা কেউ শুনেছে ? ···গোলমেলে ব্যাপার···

কী সব কাণ্ড হচ্ছে ?···

প্রেইরিতে আগুন লেগেছে !

একদম সময় নেই !···চল পালাই···

বাঁচাও ! আগুন আমাদের ধরে ফেলছে···

ধরে ফেলেছে ! !

কুট্টুস, খুব বেঁচে গিয়েছি, বুঝলি !
ভৌ !

আমরা প্রায় খোলায় ভাজা কড়াই হয়ে গিয়েছিলুম রে, টিনটিন !

এক্ষুনি আবার রেললাইন পেয়ে যাব···

দেখলি ? ওই যে !···এবার লাইন ধরে সব থেকে কাছের স্টেশনে চলে গেলেই হল···
তুমি কি আবার ট্রেন-ট্রেন খেলবে নাকি ?

ওখানে পৌঁছেই আবার ববি স্মাইল্‌স-এর খোঁজে ছুটতে হবে···
চক্‌ !··· চক্‌ !···

কাজটা মোটেই সহজ হবে না, কিন্তু একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে···
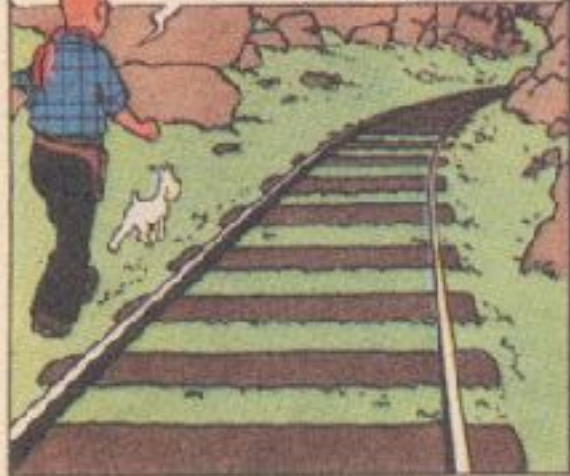
আরে !···বাঁকের মুখে লাইনের ওপর একটা স্লিপার !···কারও কুমতলব আছে !
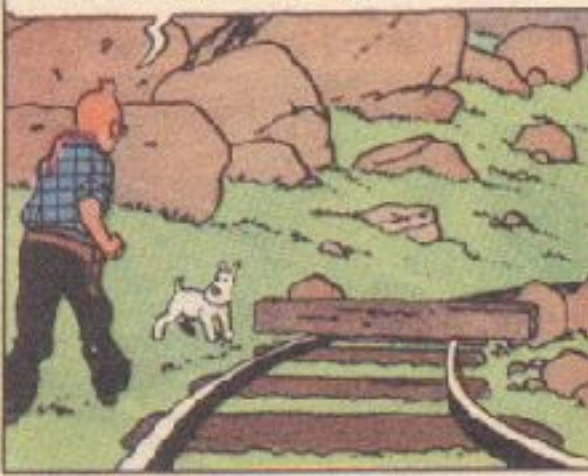
কোনও সন্দেহ নেই···কেউ একটা ট্রেন ধ্বংস করতে চাইছে !···
এই গন্ধটা আগে কোথায় পেয়েছি ?

খুব আশ্চর্য···কাছেপিঠে কেউ নেই···
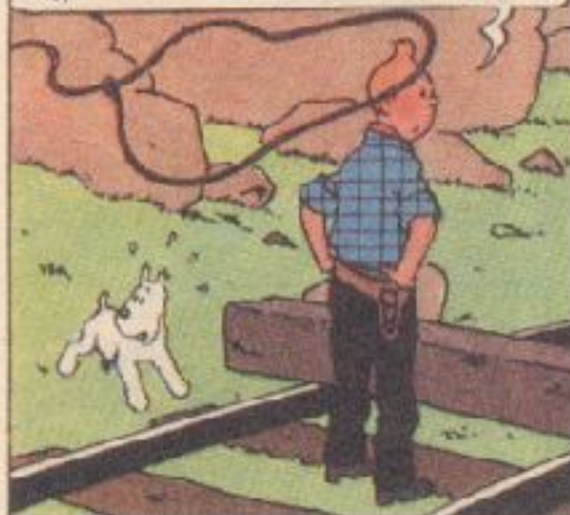
আরে ! কী আশ্চর্য !···আমাদের প্রিয় বন্ধু টিনটিন যে !···এখানে এসেছে কেন ? বোধ হয় আমার খোঁজে ?

বাহ্ ! বেশি খোঁজাখুঁজি না করেই আমাকে পেয়ে গেলে ! ···আমি মেল-ট্রেনটা উড়িয়ে দেব ঠিক করেছিলাম··· ডাকের কামরায় নগদ পাঁচ লাখ ডলার আছে··· তবে এখন মত বদলেছি···

ট্রেনটাকে বরং চলে যেতেই দেব । মহৎ কাজ, তাই না ? তবে তার আগে অবশ্যই তোমাকে লাইনের সঙ্গে বেঁধে রাখব···
ও কী ফন্দি আঁটছে ?

!
কুট্টুস !···

না, না !
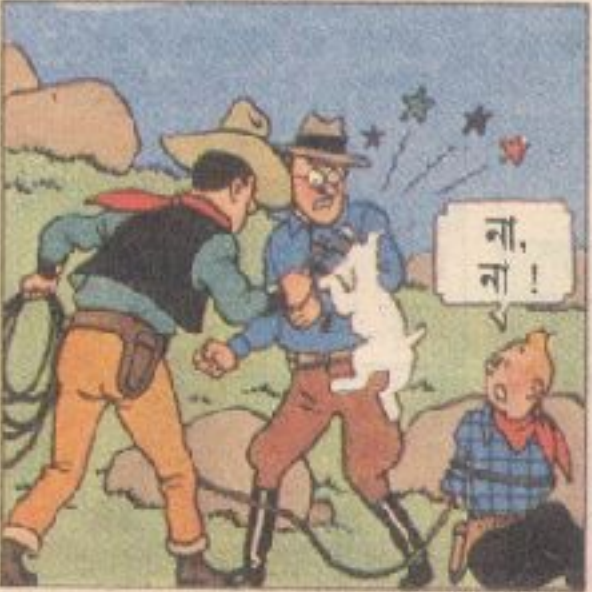
খুদে বদমাশ··· ঠিক মালিকের মতো !
দানো !

চমৎকার, জেক··· চতুরচূড়ামণি, দেখতেই পাচ্ছ দড়ির ব্যবহার ও ভালই জানে···
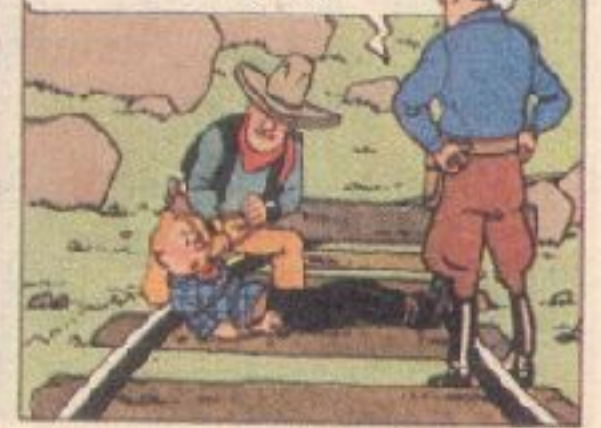
বিদায়, বন্ধু ! ববি স্মাইল্‌স-এর পিছনে লাগলে ফল কী হয় সে-কথা ভেবে দেখতে ঠিক পনেরো মিনিট সময় পাবে !

এবার নির্ঘাত মৃত্যু ! লোকটা নিজের কাজ ভালই জানে ! টিনটিন, তোমার দিন শেষ !

ভস
ভস
ভস

বিপদ
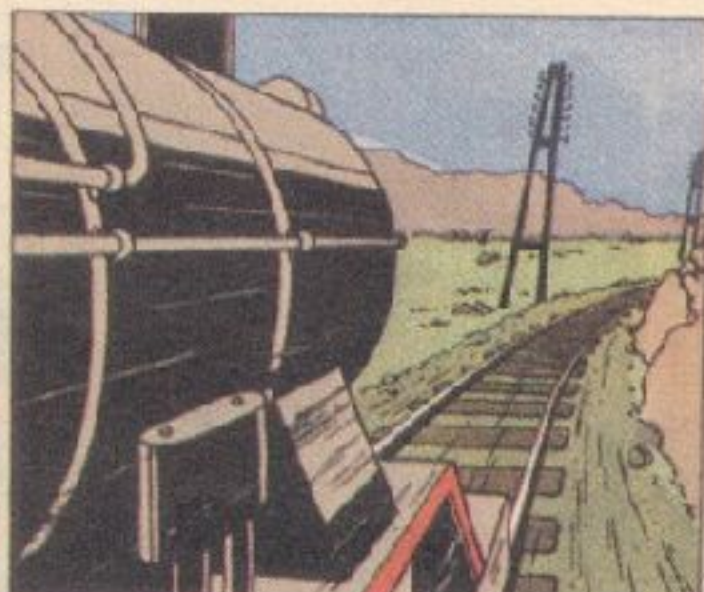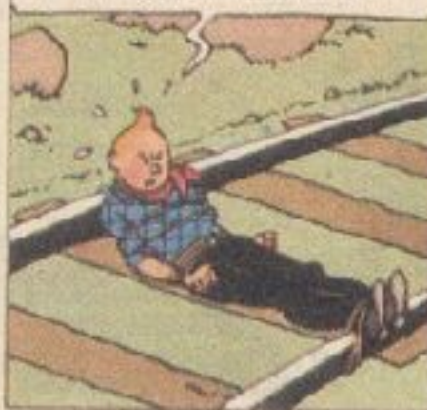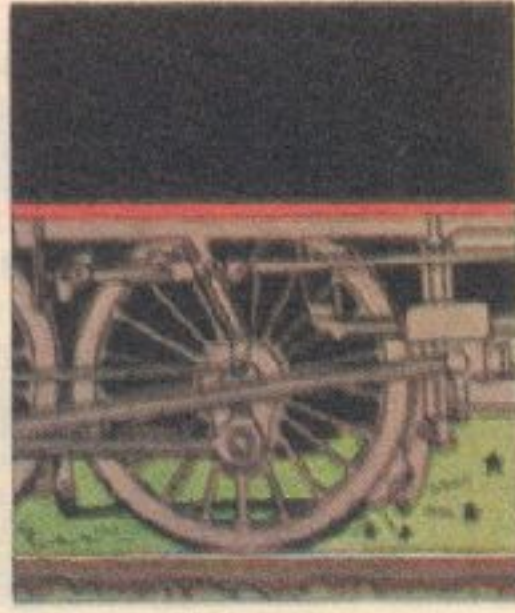
কী হল ?··· কেউ শিকল টেনেছে···

হ্যাঁ, আমি !···দেখলাম একটা পুমা একটা হরিণকে আক্রমণ করছে । আমেরিকার জন্তু-প্রেমিক সমিতির সদস্য হিসেবে দাবি করছি এক্ষুনি এর প্রতিকার করতে হবে !

কী ? ! এই জন্য আপনি মেল-ট্রেন থামিয়েছেন ?! পঞ্চাশ ডলার জরিমানা !

ফুরররর

আমি নিশ্চয় বাঁশির শব্দ শুনেছি ··· তা হলে আমি মরিনি···

বাঁচাও !
?

আবার কী হল ? কে যেন চেঁচাল···

?

কী সর্বনাশ ! তুমি ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও !

তা আর বলতে ! আপনি গাড়ি না থামালে আমি এতক্ষণ পরলোকে পৌঁছে যেতাম !

পরদিন সকালে···
এবার খবরটা পড়া যাক··· নিশ্চয় এতক্ষণ ওর লাশ পাওয়া গেছে···

বিস্ময়কর পরিত্রাণ ! গুণ্ডাদলের খুনিকে ধোঁকা দিল বিখ্যাত বালক-রিপোর্টার আমাদের রেল-প্রতিনিধি প্রেরিত
সর্বনাশ ! আবার প্রথম থেকে শুরু !

আমাকে ফিরে আসতে দেখে প্রাণের বন্ধু ববি স্মাইল্‌স বেশ চমকে যাবে !

ওঃ ! আমরা পাহাড়ের কাছে আসছি
পায়ের ছাপ এখনও স্পষ্ট... খুবই টাটকা ।

উপরে ওখানে একটা ঘর...ওটাই কি ? গা ঢাকা দেবার পক্ষে আদর্শ জায়গা !
আমাদের কি ওখানে উঠতে হবে নাকি ?
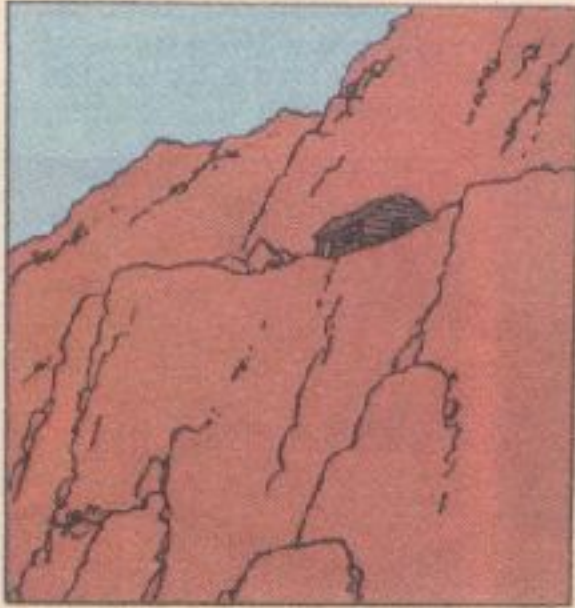
আচ্ছা ! ও এসে গেছে ! এখনও পিছনে লেগে আছে... ঠিক আছে, সুবিধেই হল !

আমরা পাহাড়ে বেশি চড়ি না... ভাল অনুশীলন হবে, বুঝলি কুট্টুস ! ...

জানো টিনটিন, কিছু লোক এতে মজা পায় !

আর এক মিনিট ... ও প্রায় সেখানে পৌঁছে গেছে ... এবার হবে আসল মজা ...

এক ... দুই ... তিন ! ... ব্যস, কেল্লা ফতে ! এই গল্পটি তুমি আর লিখবে না, টিনটিন !

বুম
সর্বনাশ ! ও আমাদের শেষ করেছে ! ডিনামাইট দিয়ে পাথরের ধস নামিয়েছে ! এবার রক্ষা নেই, কুট্টুস !

আধখানা পাহাড় উড়িয়ে দিতে হল বটে, তবে তাতে কাজ হয়েছে !

আমার স্বর্গত প্রিয় বন্ধু টিনটিন, তোমার আত্মার শান্তির জন্যে !
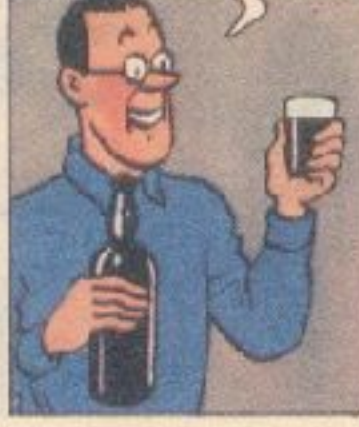
এবং তোমার আত্মার শান্তির জন্যেও বটে !

কবর থেকে উঠে এসেছে !

কবর থেকেই বটে ! মাথার ওপর ঝুলে থাকা একটা পাথর না বাঁচালে ...

... আমি মরে ভূত হয়ে যেতাম !

তবে না-হওয়ার থেকে দেরিতে হওয়া ভাল !

গুড়ুম

খাসা টিপ, তাই না, মিঃ স্নাইল্‌স ?

বিশ্বাস করুন, ধরা দেওয়া ঢের ভাল । দেখতে পাচ্ছেন আমি শেষ পর্যন্ত কাজ হাসিল করি ।
চালাকির চেষ্টা কোরো না !

তিন দিন পরে, শিকাগোতে ...

হেল্লো ? ... কে ? পুলিশ কমিশনার ? ...হ্যাঁ, আমি !...টিনটিন ? না । কোনও পাত্তা নেই... অনেকদিন গেছে... ঝামেলা ?...হ্যাঁ !... না ... খবর নেই ...

ভেতরে এসো !
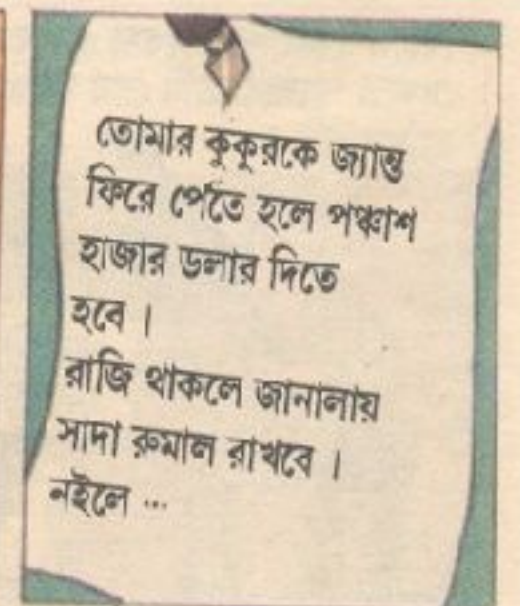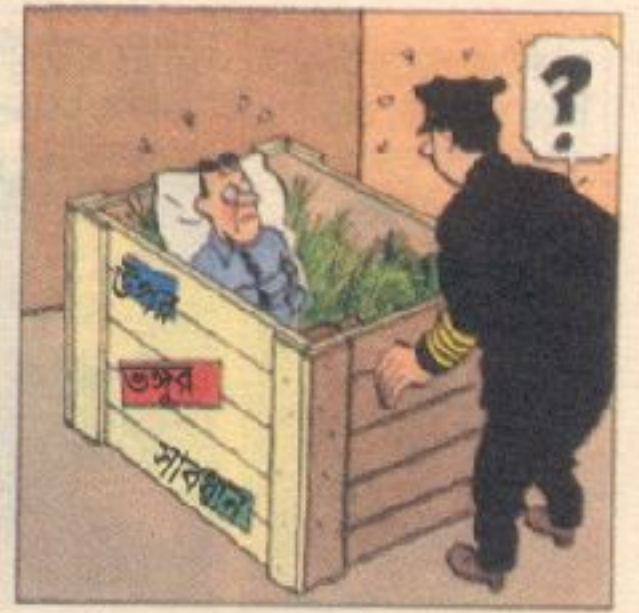
চাক, তুমি ? আমার প্রিয় রিপোর্টাররা কোথায় ? শোনো, ববি স্মাইল্‌সকে ধরেছি। খবরটা প্রচার করতে পারো... হ্যাঁ, সেই গুপ্তরাজ্যের বাদশা ... টিনটিন যার পিছু নিয়েছিল ... ও এক্ষুনি ডাকে পার্সেলে এল...

আপনিই টিনটিন ? ... কেউ আপনার কুকুর চুরি করেছে । মুক্তিপণ চায় । বিপদে পড়েছেন ? আমি মাইক ম্যাকঅ্যাডাম । গোয়েন্দা ।

জেনে খুশি হলাম !

আচ্ছা, দৃশ্যটা এই রকম ... আপনার কুকুর ঘুমোচ্ছে । কেউ ঘরে ঢুকল । কুকুরটাকে অজ্ঞান করে বস্তায় পুরল । চোরের বয়েস তেত্রিশ বছর ছ' মাস । এস্কিমো উচ্চারণে ইংরেজি বলে । 'পেপার ডলার' সিগারেট খায় । গেঞ্জি পরে আর তার সঙ্গে মিলিয়ে গার্টার । বাঁ কাঁধে উল্কির ছাপ থেকে সহজে শনাক্ত করা যায় !

চোরের ডান পা একটু খোঁড়া, গত পরশু কড়া কাটতে গিয়ে পা কেটেছে ... এবং আরও কিছু বৈশিষ্ট্য : ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে ... চল্লিশ বছর আগে 'সুজ' ইন্ডিয়ানরা ওর ঠাকুর্দার খুলির চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছিল আর পাখির বাসার সুপ ও পছন্দ করে না । চট করে চোখ বুলিয়ে যা জানতে পেরেছি এখন আপনিও তা জানলেন !

?

কী দারুণ অনুমানশক্তি ! ... কেমন নিশ্চিত আশ্বাস ! আসল শার্লক হোম্‌স ! বই-এর বাইরে এমন গোয়েন্দা আছে বিশ্বাস করতাম না !

এক ঘণ্টা বাদে ...

আরেব্বাস ! ভদ্রমহিলার লাঠিতে জোর ছিল বটে !

ভদ্রমহিলা ? ...ভদ্রমহিলা পেলেন কোথায় ? আততায়ী আমার মাথায় মুগুর দিয়ে মেরেছে, সার ! ও মহিলা নয়, পুরুষ । বয়েস বাইশ, পিছনের দু'টি দাঁত নেই, পায়ে রবার-সোলের জুতো, আর ও 'স্যাটারডে পোস্ট' পড়ে ।
আপনি নিশ্চিত ?

হ্যাঁ ! এবার আর ও ফাঁকি দিতে পারবে না ! এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার কুকুর ফেরত পাবেন !
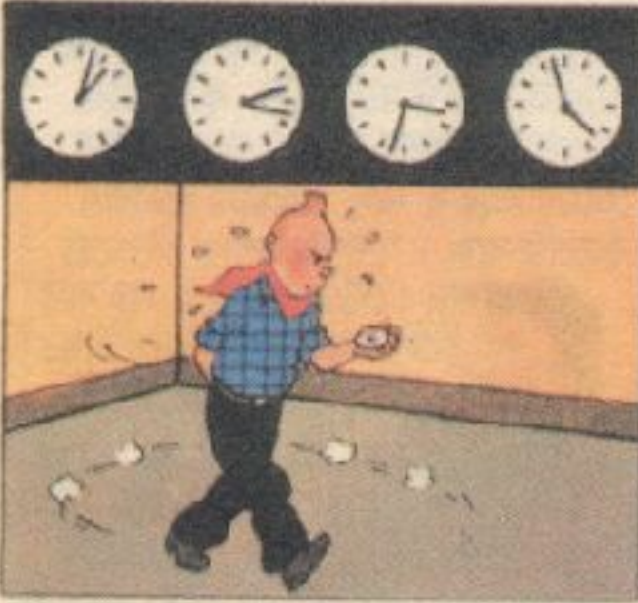
এটাই আমার সেরা কাজ! আপনার একটা কুকুর হারিয়েছে তো ? শুধু একটা ?

এই নিন, সার... সতেরোটা ধরে এনেছি । আর সবই অতি উত্তম জাতের কুকুর !...
?

বেশ করেছেন ! অজস্র ধন্যবাদ । তবে এর মধ্যেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে । এবার নিজেই তদন্তে নামব ।

শিকাগো ট্রিবিউন !... নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড !...

বাহ্ ! জানলায় সাদা রুমাল...তা হলে ও টাকা দেবে !

আমাকে সব কাগজ একটা করে দাও !

এখনও কাগজে খবরটা নেই । তার মানে ও পুলিশে খবর দেয়নি !

মুনসাইন
ক্লাব
পানীয়
পাওয়া যায়

তা হলে ঠিক আছে ? ...পরে দেখা করব !
দেখা হবে !
নিশ্চয় এই বাড়িতেই কুট্টুসকে আটকে রেখেছে ... কিন্তু সমস্যা হল কোন ফ্ল্যাটে ?
ওঁয়া
ওঁয়া
ওঁয়া
ওঁয়্যায়ায়ায়া !
ওই তো কুট্টুসের গলা ! ওপরে ওই আট তলায় ! ও কাঁদছে... ওরা ওকে যন্ত্রণা দিচ্ছে !
দাঁড়া ! ...আমি আসছি !...
ওঁয়ায়ায়ায়ায়া !
???
?
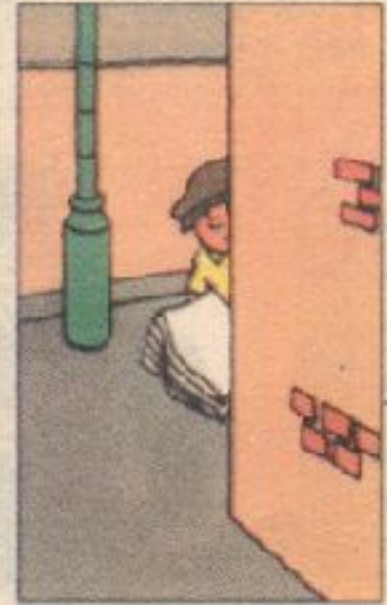
তবু এই বাড়িটার ওপর আমি নজর রাখব…

সাবধান…সেই লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছে…আরে! হাতে একটা পোঁটলা !

নিশ্চয় কুট্টুস ! ঠিক জানি !

লোকটা ওকে মারছে !…আমাকে কিছু একটা করতেই হবে !
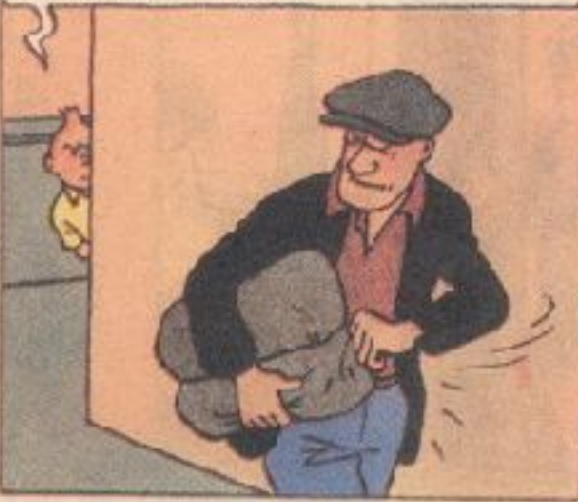
বাড়িটার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে মোড়ে অপেক্ষা করতে পারি…

একটা লাঠি !…খাসা ! এখন এমন কিছুরই দরকার ছিল !

মাথা ঠাণ্ডা রেখে চুপ করে দাঁড়াও…ও আসছে…
খট
খট

অ্যাঁ !…দুঃখিত !

এসব কী হচ্ছে ?…আমাকে এখানে কেউ দেখলে ধরে ফেলবে…পালাও বাগ্‌সি !

কী মারাত্মক ভুল !…পালাতে হবে, এবং জলদি !…ধরা পড়লে দারুণ বিপদে পড়ব !

গুড়ুম
গুড়ুম

ডেমক্লিসের তলোয়ার অস্ত্রব্যবসায়ী

এই, শোনো ! হ্যাঁ খোকা, তুমি ! আমার সঙ্গে এসো !
ওকে ধরে এনেছি, সার ! বাচ্চা গুণ্ডা !
নাম আর পেশা ?
?
?
টিনটিন, রিপোর্টার…
আপনাকে এতক্ষণ আটকে রাখার জন্যে ক্ষমা চাইছি, মিঃ টিনটিন…
মুশকিলটা এই যে, অপহরণকারীর হদিস হারিয়ে ফেলেছি…শেষবার ওকে যেখানে দেখেছিলাম সেখান থেকেই বরং শুরু করি ।
এখানেই বেচারা পুলিশকে ভুল করে মেরেছিলাম… দেখি, মনে হয় এদিকে গিয়েছে…
মাফ করবেন, অফিসার । কাপড়ের টুপি মাথায়, হাতে পোঁটলা কোনও লোককে ঘণ্টাখানেক আগে এদিকে দেখেছেন ?
হ্যাঁ, দেখেছি । এদিক দিয়ে এসে ওই মোড়ে একটা লাল গাড়িতে ঢুকল… মনে হল গাড়িটা ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল । ওরা সিলভারমাউন্টের দিকে চলে গেল ।
?
ঘোড়সওয়ার মার্কা কৌটো কাজের জিনিস !
ভার মাউন্ট ১৫ মাইল
WRIGLEY
একটা লাল গাড়ি ? একটা লাল গাড়ি এক্ষুনি ওই ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল…
হয়তো…

তা হলে তৃতীয় কাজটিও তুমি নির্বিঘ্নে হাসিল করলে! খাসা! এবার শোনো, ঠিক করেছি এই খুচরো কাজ-গুলি তখন নিয়মিত ব্যবসায় দাঁড় করাব। সব-কিছু বৈধ। বিজ্ঞাপন দেব, "ছিনতাই চাই? বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'অপহরণ নিগম'-কে ডাকুন। দ্রুত, সতর্ক কাজ। কেউ টের পাবে না।"
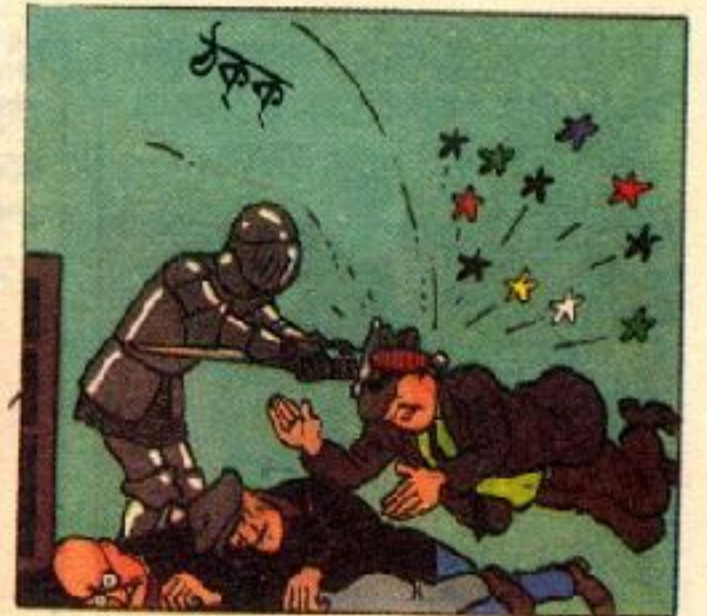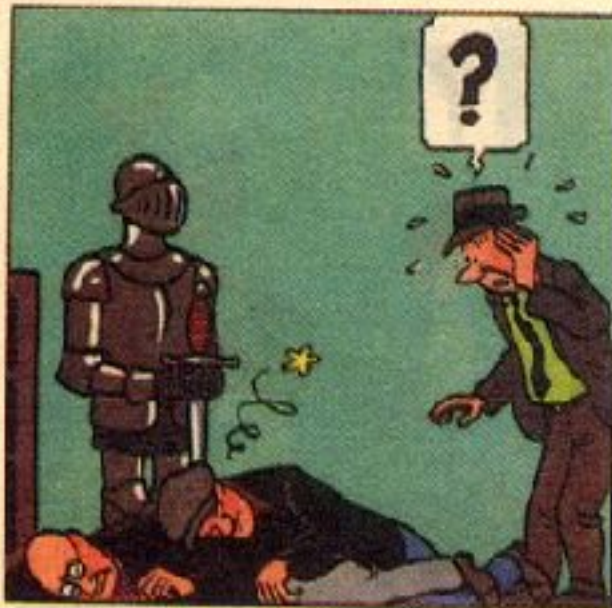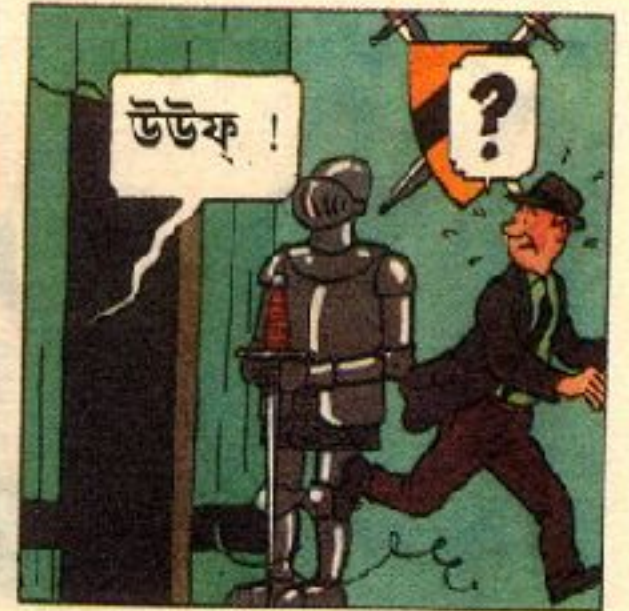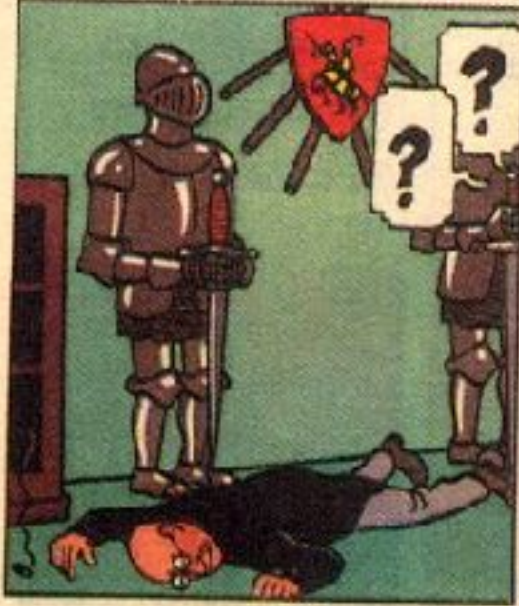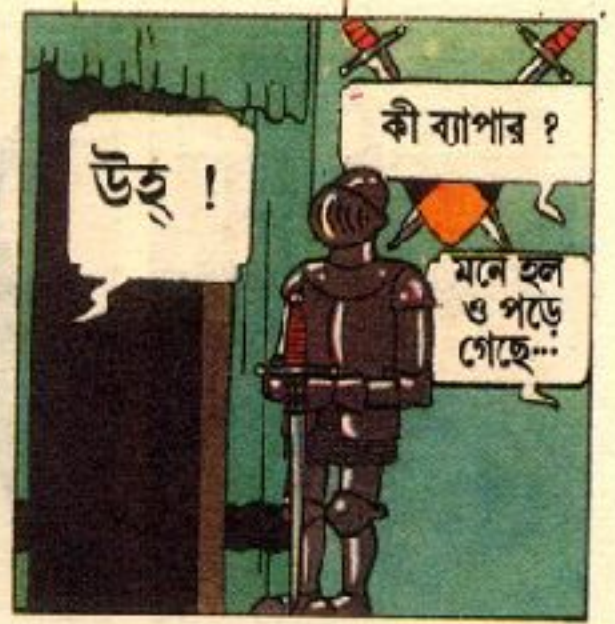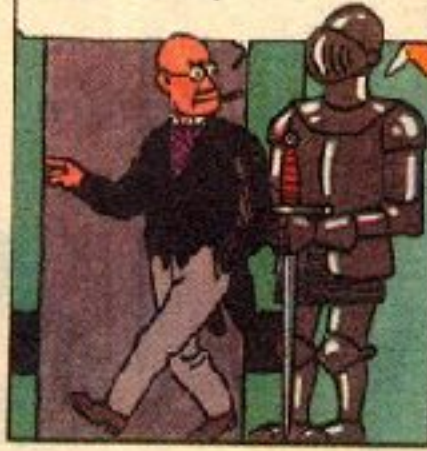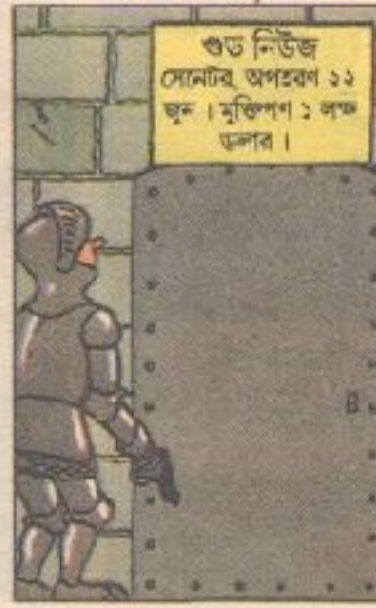
গুড নিউজ
সেনেটর, অপহরণ ১১ জুন। মুক্তিপণ ১ লক্ষ ডলার।
এম· আর· সি· সোর্ড
জেনারেল, অপহরণ ১৮ মে। মুক্তিপণ ১ লক্ষ ডলার।

!
কুট্টুস
কুকুর, অপহরণ ২৫ জুন। মুক্তিপণ ৫০,০০০ ডলার।

কুট্টুস ! কুট্টুস !...
ভৌ ! ভৌ !

কুট্টুস, আমি ! আর একটু অপেক্ষা কর । তোর ঘরের চাবি খুঁজে আনছি !

কী হয়েছিল ?...উহ্, মাথা ধরেছে ! কিন্তু আমি তো মোটে এক গ্লাসের বেশি খাইনি... আশ্চর্য

এই !...আর একটু চুপ করে থাকো !

এসে গিয়েছি, কুট্টুস ! দেখলি তো, টিনটিন তোকে ডোবায়নি !

কুট্টুস ! আমার সোনা কুট্টুস !
ভাবিনি তোকে আর দেখতে পাব...
অপহরণ নিগম নিয়মাবলী

শ্‌শ্‌শ্‌ ! বাঁশি ! কেউ ওদের সতর্ক করছে...সাবধান হতে হবে...
টিনটিন, এরা খুব হুঁশিয়ার...

ও কাছেপিঠেই আছে। দশ মিনিট সময় দিচ্ছি... ওর হাত-পা আর মুখ বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এসো...যাও !

অন্তত এক ডজন লোক আমাদের তাড়া করছে। ওদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।
আবার আমি ওদের হাতে ধরা পড়তে চাই না...
ফাটক
গুমঘর
টিনটিন, সাবধান ! ভুল দরজা দিয়ে ঢুকিস না !
গুমঘর
ফাটক
ও ওই পথে গিয়েছে...দ্যাখো, দরজা খোলা...
বুড্ঢটা ফাটকে লুকিয়েছে ! পালাবার রাস্তা নেই... ইঁদুর-কলে পড়েছে !
শ্‌শ্‌ ! মুখে কুলুপ আঁটো !
ব্যস ! সবাই ভিতরে ঢুকেছে !
কেমন হল রে, কুট্টুস ?...কেউ লক্ষ করেনি সাইনবোর্ড ওলট-পালট করে দিয়েছি...এখন সবকটাকে ফাটকে আটকে দিলাম।
বলিহারি যাই !
ওরা ফাটকে বন্ধ। এবার বাকি তিন-জনের ব্যবস্থা করতে হবে।
আধ ঘণ্টা ! ওরা গিয়েছে আধ ঘণ্টা হয়ে গেল, কিন্তু এখনও ওদের কোনও সাড়া নেই। কেমন সন্দেহ হচ্ছে...
হাত তোলো !
হচ্ছে কী... টিনটিন ! কিন্তু পনেরোটা দেহরক্ষীর কী হল ? ...যাক, এখন নিজেকে বাঁচাতে হবে !
গুহ্‌ !
হা ! হা ! হা ! আমি চললাম !
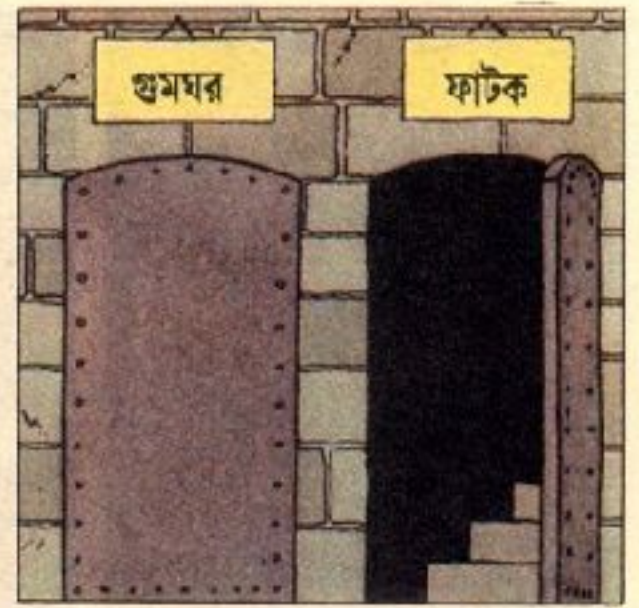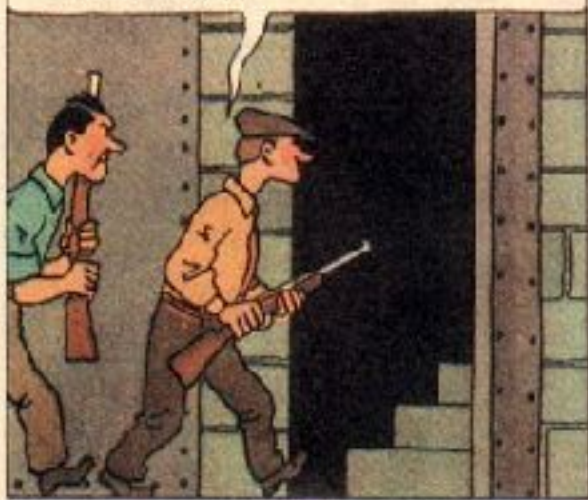
পরদিন সকালে

...পয়লা নম্বর রিপোর্টার টিনটিন একদল জোচ্চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আবার সংবাদশীর্ষে...পুলিশ অনেক গোপনীয় কাগজপত্র হস্তগত করেছে। জোচ্চোরদের সর্দার এখনও নিখোঁজ। পুলিশ তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজছে...

পুলিশ তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজছে!... হা! হা! হা! 'সে' কী করতে পারে পুলিশ তা টের পাবে! তার হাতে আরও একটা তুরুপের তাস আছে! ...হ্যাল্লো? ...মরিস? তুমি এখনও গ্রাইণ্ডিতে আছ?

বাঃ! বাঃ! গ্রাউণ্ড্রির কৌটোয় খাবার ভরার নতুন কারখানা দেখার আমন্ত্রণ! মজার ব্যাপার হবে মনে হচ্ছে। ভাবছি আমি যাব...

মন্দার প্রভাব এড়াতে আমরা মোটরগাড়িতে কারখানার সঙ্গে ব্যবস্থা করি। ওরা ভাঙা গাড়ি পাঠায়, আমরা তাই দিয়ে প্রথম শ্রেণীর কর্ন-বিফের কৌটো বানাই। বিনিময়ে কর্ন-বিফের পুরনো কৌটো পাঠাই, তাই দিয়ে ওরা প্রথম শ্রেণীর গাড়ি বানায়।

এই বিরাট যন্ত্রটা দেখছেন? কনভেয়র বেল্টে চড়িয়ে একটা আস্ত গোরু এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিই আর অন্য দিক দিয়ে...
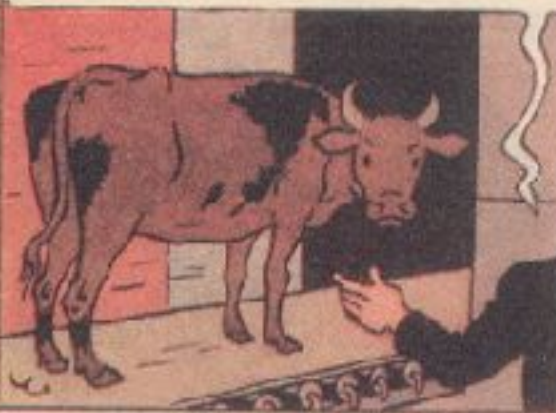
...সেটা কর্ন-বিফ, সসেজ, রান্নার চর্বি ইত্যাদি হয়ে বেরিয়ে আসে। এটা সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয়...

এবার আপনি আমার সঙ্গে আসুন। যন্ত্রটা কী করে কাজ করে আপনাকে দেখাচ্ছি...

আপনি ওখানে পড়ে গেলে পেল্লায় জাঁতা মুহূর্তে আপনাকে পিষে ফেলবে... নীচে তাকিয়ে দেখুন...

ব্যাপারটা মোটেই মজাদার হবে না!

হা ! হা ! হা ! ও নিজেকে বলে রিপোর্টার··· এই পুরনো ফাঁদে ধরা দিল ! বস হেসে খুন হবে !

হ্যাল্লো ?···মরিস···কাজটা হয়েছে ?···বাহ্···খাসা !···কী ?···কর্নড-বিফ ?···তোমার জুড়ি নেই !···কত ?···পাঁচ হাজার ডলার ?···নিশ্চয়, এক্ষুনি···

বেচারা গ্রাইণ্ডি ! ও যদি জানত ওর কর্নড-বিফে এমন সব জিনিস মেশানো হয়···

তোমরা সবাই এখানে কী করছ, অ্যাঁ ?··· তোমাদের হাতে কাজ নেই ?···কে তোমাদের মেশিন বন্ধ করতে বলেছে ?···এসব কী হচ্ছে ?

ধর্মঘট, মশাই, ধর্মঘট !···সালামি তৈরি করতে আমরা যেসব কুকুর-বেড়াল- ইঁদুর ধরে আনি তার মজুরি কমানো হয়েছে···
তাই কাম বন্ধ··· বুঝতে পেরেছেন ?

টিনটিন !?! সর্বনাশ ! ধর্মঘট ! আর সময় খুঁজে পেল না ? এখন বস কী বলবে ?
ধূমপান নিষেধ

খুব রক্ষা পেয়েছি ! আস্ত আছি ! মেশিন হঠাৎ বন্ধ না হলে আমরা কৌটোয় ভর্তি কর্নড বিফ হয়ে বেরিয়ে আসতাম !
ভাবছি, এমন দুর্ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে কি !

বাঁচালেন, সার ! আপনাকে নিরাপদ দেখে স্বস্তি পেলাম···আমি সঙ্গে-সঙ্গেই মেশিন বন্ধ করে দিয়েছি ! কয়েকটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত যে, কীভাবে কেটেছে !···

···বিশ্বাস করুন, ওই দুর্ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত । তবে আক্ষরিক অর্থেই আমাদের ব্যবসার ভেতরটা দেখে নিয়েছেন···
আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম···

সবটাই ধাপ্পা মনে হচ্ছে···আমন্ত্রণ, ম্যানেজারের গায়ে-পড়া বন্ধুত্ব, আর ওই অদ্ভুত দুর্ঘটনা···
এই ম্যানেজারটি অতি ভয়ঙ্কর লোক !

হ্যাঁ, বস, আমি···আবার কেঁচেগণ্ডূষ করতে হবে···আপনার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন ধর্মঘট করে কর্মীরা মেশিন বন্ধ করে দেয়··· হ্যাঁ ···বহাল তবিয়তে আছে···কিন্তু আমি কী করব ?···আমি···

অপদার্থ কোথাকার !···কাঁদুনি রাখো । এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে !···হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! ভবিষ্যতে তোমার ওপর নির্ভর করা যাবে না এটা অন্তত জানা রইল !··· রাখছি···আর ওই পাঁচ হাজার ডলার···ও-কথা ভুলে যাও !

কিন্তু বস···শুনুন··· আমি···হ্যালো···যাহ ! ফোন ছেড়ে দিয়েছে !

ভাগ্যিস ফিরে এসেছিলাম ···এখানে অনেক মজার কথা শোনা যায় দেখছি !
ও কী খেলা খেলছে ?

আমি কুনজরে পড়েছি !

হ্যালো ?···কে···মরিস, আবার তুমি ? ···কী চাও ?···আচ্ছা ?···বাহ্, খাসা··· চমৎকার ! সত্যিই দারুণ কাজ··· আমি পাঁচ মিনিটে ওখানে পৌঁছে যাচ্ছি··· রাখছি, মরিস !

মিঃ মরিস অয়লের কাছে এসেছি ।
মিঃ অয়লে আপনার অপেক্ষায় আছেন, সার ।

এই যে, মরিস ।

কী বললে ?···ঠাট্টা হচ্ছে ?···বলছ, তুমি ফোন করোনি ?···আমাকে নিয়ে কি তামাশা করছ ?···বলো··· ?
ভেতরে ধুন্ধুমার লেগে গেছে দেখছি ! টিনটিনের ফোন জট পাকিয়েছে !

চলি ! আশা করি এর পরে আর আমার সঙ্গে তামাশা করার দুর্বুদ্ধি হবে না !

মশাই, নিজের পিস্তল ফেলে গেলে মস্ত ভুল করবেন !
?

ভুল ?···তাই ভাবছ বুঝি ?··· না, ওতে গুলি নেই ।

এটা ঢের বেশি কার্যকর অস্ত্র, আমার নির্ভরযোগ্য গুপ্তি···

···এটা তোমার অন্যের ব্যাপারে অকারণে নাক গলানোর নোংরা অসুখ সারিয়ে দেবে···একেবারে !
কথাটায় যুক্তি আছে দেখছি !

!!!!!

তোমাকে কচুকাটা করব, শার্লক হোম্‌স !

দাঁড়াও, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার মজা টের পাওয়াচ্ছি ! তোমাকে ঝাঁজরা করে দেব !

তোমাকে কিমা বানাব !
তা-ই করবে মনে হচ্ছে !

বাঁচাও !

মরেছে ! এবার সত্যিই বিপদে পড়লাম দেখছি !

দুম
যাচ্চলে ! কী হচ্ছে ! কুট্টুস, তুমি লুকিয়ে পড়ে ভাল করেছ !

কুঁইইইই ! কুঁইইইই !
?

কুঁইইইই !
আহা রে ! বেচারা কুট্টুস !

ঘাবড়াস না ! তেমন কিছু হয়নি ! এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে ! ভেবে দ্যাখ, তোর লেজটা কেটে দু'টুকরো হয়ে যেতে পারত ! তার চেয়ে এটা ভাল নয় ?
তোমার আর কী ! লেজটা আমার আর আমার মতে এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! আমার চেহারা বিচ্ছিরি করে দিয়েছে !

গ্রাইডি কর্পোরেশন
গোটা দলটাই বন্দী ! এবার নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম নিতে পারি !

ভদ্রমহোদয়গণ, হ্যাঁ…

…আমাদের জীবিকা আজ বিপন্ন । সম্প্রতি অসীম সাহসে শত্রুর ওপর আক্রমণের জন্য আমাদের দুই পদস্থ কর্মী তাঁদের অনেক একনিষ্ঠ সহকারীর সঙ্গে বন্দী হয়েছেন । এমন অবস্থা চলতে পারে না । শিগগিরই আমাদের পক্ষে ব্যবসা চালানো সৎ নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকার মতোই কঠিন হবে । নির্যাতিত দুর্বৃত্তসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি এই অন্যায় বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাই ! আসুন, আমরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করি এই নচ্ছার রিপোর্টারকে কবর না দিয়ে ক্ষান্ত হব না ! …ধন্যবাদ !

আমাদের নেতা জিন্দাবাদ !
শাবাশ ! শাবাশ !
ঠিক বলেছেন !

…অতএব আমরা তরুণ এবং প্রদীপ্ত সাংবাদিক, যিনি একাধারে সাহসী এবং বিনয়ী এবং যিনি অসীম সাহসে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দুর্বৃত্তদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সম্মানে…
বলতেই হবে এইসব সরকারি খানাপিনা একটু বিরক্তিকর…

ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, আমি নিশ্চিত জানি আমেরিকায় এই ক টি দিন আমার স্মৃতিপটে অম্লান থাকবে । ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছি…
…সব ছাপিয়ে আমার হিক… হিক্কে উঠছে…

?
?
?

বাঁচাও !…
বাঁচাও !…
ভৌ ! ভৌ !

হায় ভগবান ! কী হচ্ছে !
ভয় নেই ! ভয় নেই !
দয়া করে শান্ত হোন। হয়তো একটা ফিউজ জ্বলে গেছে…

ওই দেখুন, সার !… কেউ মেইন সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে !…
?

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সার ! টিনটিন হাওয়া হয়ে গেছে !
কী লজ্জার ব্যাপার !

হ্যালো ?… হ্যালো ?… পুলিশ ?… টিনটিনকে কেউ গুম করেছে ! দয়া করে আপনাদের সেরা গোয়েন্দাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন !

এত জলদি আসার জন্য ধন্যবাদ… হয়েছে কি, আমাদের মাননীয় অতিথি টিনটিন…
বুঝেছি ! এর মধ্যেই কুকুরটা চিনে ফেলেছি…

ওকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনুন, আর এই যে আরও ৫০০০ ডলার…
এই কুকুরের সাহায্যে এক ঘণ্টার মধ্যেই ওকে উদ্ধার করে গুণ্ডাদের ধরব !

সত্যি বলতে কি… বাইরে এই অন্ধকারে আমার গা ছমছম করছে… হয়তো আমার উচিত…

ভয় নেই.ম্যাক ! সাহস রাখো ! এখন ভয়…
অদ্ভুত গন্ধ…

?

যাচ্ছলে !··· আশ্চর্য ! অবিশ্বাস্য ব্যাপার !

আরে, কুট্টুস !··· তোকে আবার দেখতে পাব ভাবিনি···
টিনটিন ! টিনটিন !

হুঁশিয়ার ! কেউ আসছে···

হা ! হা ! হি ! হি ! কেমন আছেন, মিস্টার টিনটিন ?

আমার হুকুম ঠিকমতো তামিল করেছ, স্যাম ?
হ্যাঁ, বস্ ! ডাম্বেল তৈরি আছে ।

সেয়ানা খুদে গোয়েন্দা, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি ! এই ডাম্বেলটা তোমার পায়ে বেঁধে দেব ! এটা নিয়ে হাঁটলেই বুঝবে ! হা ! হা ! হা ! অবশ্য তোমাকে হাঁটতেই হবে না···

না ! তোমাকে সাঁতার কাটতে হবে !··· হা ! হা ! হা ! দারুণ রসিকতা, তাই না ?··· এই চাপা দরজাটা দেখছ ?··· এর নীচেই মিশিগান হ্রদ··· বুঝলে ?··· ৪০ ফুট গভীর !··· দেখি, তুমি সাঁতরে তলা থেকে ওপরে উঠতে পারো কি না··· ডাম্বেল পায়ে বাঁধাই থাকবে !

তোমার ঘেয়ো কুকুরটা সঙ্গে যেতে পারে ! হয়তো তোমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে··· হা ! হা ! হা !

বিদায়, কুট্টুস
আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না টিনটিন !

তোমাদের যাত্রা শুভ হোক !

এবার সমিতির সদস্যদের জন্য রিপোর্টটা শেষ করো : আমি শপথ করে বলছি, পায়ে চারশো পাউন্ড ভার বেঁধে আমার সামনেই টিনটিনকে মিশিগান হ্রদে ফেলে দেওয়া হয়েছে··· যাও, দশ হাজার কপি ছাপো !

ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ ! আমি সানন্দে পৃথিবীর বলিষ্ঠতম লোকটিকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি··· এক এবং অনন্য বলিভার !···দেখুন, তাঁর বিস্ময়কর শক্তি···
বলিভার
এক হাতের হেঁচকায় হাসি মুখে পাহাড় তোলাই মিঃ বলিভারের বৈশিষ্ট্য···আসুন, মিঃ বলিভার !
উফ্ !
?
?!?!
এটা কি মজা হচ্ছে, অ্যাঁ ?
দয়া করে শুনুন, সার··· আমার দোষ নেই··· বুঝতে পারছি না··· কেউ··· ওজনটা পালটে দিয়েছে !
তুমি কিছু বুঝতে পারছ, টিনটিন ?
কিচ্ছু না ! শুধু জানি কেউ আমাদের পায়ে জলে-ভাসা ডাম্বেল বেঁধে দিয়েছিল !
এগিয়ে চলো, ডিক !··· ওখানে জলের ওপরে কিছু ভাসছে···
পুলিশ
৩৪
তাজ্জব !··· অবিশ্বাস্য !··· ওদিকে তাকিয়ে দ্যাখো ! ডাম্বেলে বাঁধা একটা লোক জলে ভাসছে !
পুলিশ
৩৪
পুলিশ
৩৪
এখন বুঝতে পেরেছি··· কাঠের তৈরি ডাম্বেল···
অফিসার, জলদি, আমাদের আরও লোক দরকার !··· গুণ্ডারা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল। ওদের এক্ষুনি গ্রেফতার করতে হবে ! আমি ওদের ডেরা চিনি !

আরে !… তুমি… তোমাকে চিনেছি !… তুমি টিনটিন, তাই না ?… তোমার কপাল খারাপ ! এটা পুলিশের লঞ্চ নয় ! তোমাকে যারা জলে ফেলে দিয়েছিল আমরা সেই দলের লোক ! নকল পুলিশ সেজে ঘুরছি !
!

?!

জলদি, টিনটিন, জলদি !…
একটু দাঁড়া, কুট্টুস ! আমি তোর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি !

হুঁশিয়ার ! ওদের সঙ্গে আরও লোক আছে !…
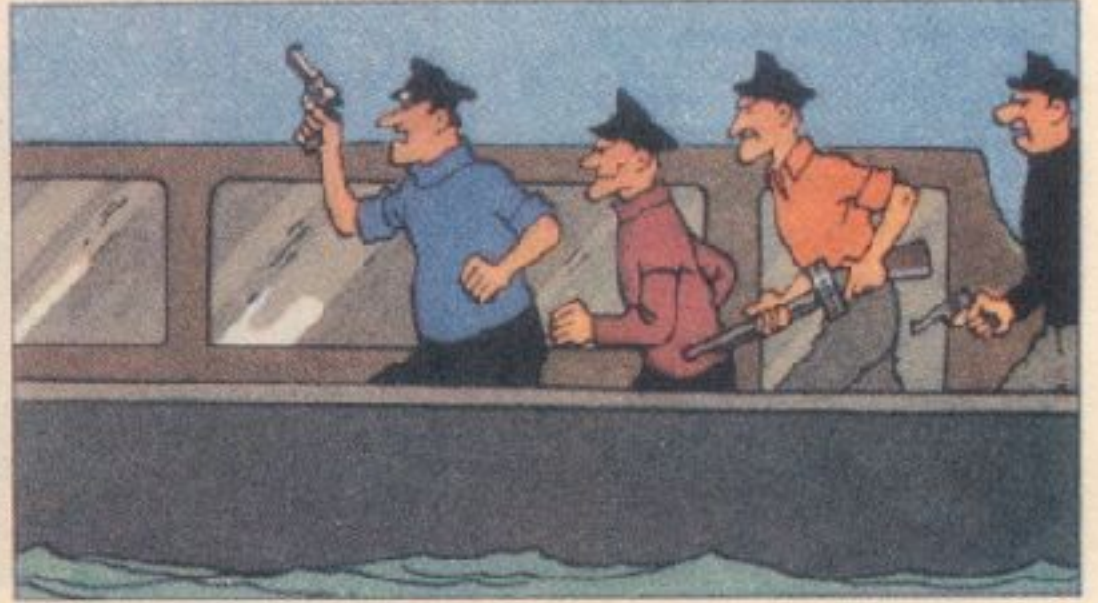
ওদের আসতে দে !… আমি তৈরি হয়ে বসে আছি !

এই যে, সারেঙমশাই ! কী চাও ? জলদি কাছের থানায় যাবে, নাকি এটার সঙ্গে একটু লড়বে ?
?!

আর হ্যাঁ… চালাকির চেষ্টা কোরো না ! আমি তোমার ওপর নজর রাখছি !
তুমি নিশ্চয় বিলি বলিভার !

টিনটিনের চাঞ্চল্যকর সংবাদ !...
বিখ্যাত জনহিতৈষী সাংবাদিক টিনটিন
ফিরে এসেছে ! কিছুদিন আগে তাঁর
সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভা থেকে
নিরুদ্দেশ টিনটিন পুলিশকে শিকাগোর
গুণ্ডাদের গোপন কেন্দ্রীয় আস্তানায় নিয়ে
গেলে পুলিশ ৩৫৫ জন সন্দেহভাজনকে
গ্রেফতার করেছে এবং অজস্র দলিল
হস্তগত করেছে, যার সাহায্যে আরও
অনেক অপরাধীকে গ্রেফতার করা যাবে
বলে আশা করা যাচ্ছে । শিকাগো শহরে
গুণ্ডা উৎখাতের এটি একটি প্রধান ঘটনা...
মিঃ টিনটিন বলেছেন, গুণ্ডারা নিষ্ঠুর এবং
বেপরোয়া । গুণ্ডাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে
একাধিকবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে ।
আজ তাঁর গর্বের দিন ! আমরা জানি
শিকাগোকে গুণ্ডার গ্রাস থেকে মুক্তি
দেবার জন্য আমেরিকার প্রতিটি লোক
টিনটিন আর তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী কুট্টুসকে
সম্মান আর কৃতজ্ঞতা জানাবে !

আনন্দোৎসব শেষ হলে টিনটিন
আর কুট্টুস ইউরোপে রওনা হল...